সানুবাদ লঘু-

প্রশ্নসার সংগ্রহঃ।

অদৃষ্ট বিচার-বৃহজ্জ্যোতিষ-সংগ্রহ-সানুবাদ তাজক প্রশ্নগণনা-
জ্যোতিষ-শিক্ষা-নারীজাতক-বিবাহ রহস্য-স্বপ্নফলবিজ্ঞান-
জ্যোতিষ রহস্য-বরাহমিহির খনা বচন-সামুদ্রিক-
রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থকারেণ

বিদ্যাভূষণোপাধিক—

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণেন

(F. T. S.)

সঙ্কলিতোঽনূদিতঃ প্রকাশিতশ্চ।

প্রথম সংস্করণম্।

৩৭০, অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা-

জ্যোতিষ-গণনা কার্য্যালয়তঃ।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩৩০।

মূল্য ।৵০ আট আনা।

ভূমিকা।

জীবিতকাল মধ্যে অভিলষিত বিষয়ের শুভাশুভ জানিবার আগ্রহ নাই এমন নিশ্চলমতি মানব জগতে অত্যন্ত বিরল, সুতরাং এই জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ ঋষিগণ যে সকল কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তদীয় ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সানুবাদ লঘু-প্রশ্নসারসংগ্রহরূপে সঙ্কলিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। ইহাতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিয়ম ও সময়াদি-ক্রম লিখিত হইয়াছে এবং কার্য্যে শুভাশুভ, সন্তান, ধন, যশ, দীর্ঘজীবন, মৃত্যুযোগ, বর্ষফল, মোকদ্দমায় জয় পরাজয়, নষ্টদ্রব্যের লাভালাভ, দূরস্থ ব্যক্তির শুভাশুভ, কার্য্যকাল নির্ণয় প্রভৃতি যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দানের কৌশল ও উপায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্থূলতঃ এই একখানি মাত্র পুস্তকের সাহায্যে জাগতিক বহুবিধ ব্যাপারের যথাযথ সত্যনির্ণয় সহজে করা যাইতে পারিবে।

শ্রীবসন্তকুমার দেবশর্ম্ম জ্যোতির্ভূষণস্য।

সূচীপত্রম্

সূচীপত্রং সম্পূর্ণম্ ।

সানুবাদ লঘু

প্রশ্নসার সংগ্রহঃ।

নত্বা ব্রহ্মময়ং নিত্যং শ্রীসূর্য্যং সর্ব্বদীপকম্।
দৈবজ্ঞানাং হিতার্থায় ক্রিয়তে প্রশ্নসংগ্রহঃ॥ ১
সদা প্রশ্নো ন কর্ত্তব্যঃ কুটিলানাং তথা নিশি।
নাপরাহ্নে নাবিশ্বাসে দুরিতং ন বদেৎ কদা॥ ২
ফলপুষ্পযুতো যো হি দৈবজ্ঞং পরিপৃচ্ছতি।
তস্যৈব কথয়েৎ প্রশ্নং সত্যো ভবতি নান্যথা॥ ৩

জগতের আদিভূত পরব্রহ্মরূপী সর্ব্বদীপক শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের হিতসাধন কামনায় লঘু প্রশ্নসার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অভিলাষী হইলাম। ১

সকল সময় প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ কুটিল ব্যক্তির প্রশ্নগণনা করা অথবা অপরাহ্নে বা রাত্রিকালে প্রশ্নগণনা করা উচিত নহে। যে ব্যক্তির প্রশ্ন বিষয়ে তাদৃশ বিশ্বাস নাই, তাহার প্রশ্নগণনা করিয়া যদি অশুভ ফল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করিবে না। ২

যে জন ফল বা পুষ্প হস্তে লইয়া দৈবজ্ঞের নিকট প্রশ্ন করিবেন, তাঁহার প্রশ্নই গণনা করিয়া বলিলে সত্যফল পাওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন গণনা সত্য হইবে না। ৩

আদৌ চিন্তাপরিজ্ঞানং কৃত্বা প্রশ্নং বিচারয়েৎ। ৪
ব্যোমদৃষ্টৌ ভবেজ্জীবো মূলং ভূম্যবলোকনে।
সমাবলোকনে ধাতোশ্চিন্তায়া লক্ষণং স্মৃতম্‌॥ ৫
শিরঃস্পর্শে জীবচিন্তা পাদস্পর্শে তু মূলকম্‌।
নাভিস্পর্শে ধাতুচিন্তা বিজ্ঞেয়া সর্ব্বদা বুধৈঃ॥ ৬
স্পর্শে বক্ত্রস্য ভালস্য জীবচিন্তা শুভপ্রদা।
হৃদুদরকটিস্পর্শে ধাতুচিন্তা চ মধ্যমা॥ ৭

প্রথমতঃ প্রশ্নকর্ত্তার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া পরে প্রশ্নবিচার করিবে। ৪

প্রশ্নকর্ত্তার তাৎকালিক অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তার লক্ষণ অনুসারে দেখিবে যদি প্রশ্নকর্ত্তার দৃষ্টি আকাশে থাকে, তাহা হইলে জীববিষয়ক চিন্তা বিবেচনা করিবে। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিবার সময় ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মূল চিন্তা বলিয়া জানিবে। প্রশ্ন কালে সমদৃষ্টি হইলে ধাতু বিষয়ক চিন্তা নিরূপিত হইবে। ৫

প্রশ্নকর্ত্তা মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে জীবচিন্তা, পাদস্পর্শ করিলে মূলচিন্তা এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিলে ধাতুচিন্তা বিবেচনা করিয়া লইবে। ৬

যদি কেহ প্রশ্নকালে তাহার নিজের মুখ বা ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে তাহার জীব সম্বন্ধে চিন্তা স্থির করিবে এবং উক্তরূপ জীব চিন্তায় তাহার শুভ ফল হইবে বলিয়া জানিবে। হৃদয়, উদর বা কটিদেশ স্পর্শ করিয়া যদি প্রশ্ন করে, তবে ধাতু চিন্তা স্থির করিবে এবং উহাতে মধ্যবিধ ফল জানিবে। ৭

যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে গুহ্যদেশ উরুদেশ বা পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার মূলচিন্তা বিষয়ক প্রশ্ন বলিয়া স্থির হইবে। এবং তাহাতে

গুহ্যোরুপৃষ্ঠভাগে চ প্রথমং মূলচিন্তনম্।
জানুজঙ্ঘাপদে জীবধাতুমূলং নিরূপিতম্॥ ৮
পূর্ব্বস্যাং ধাতুচিন্তা স্যাৎ জীবং দক্ষিণতস্তথা।
উত্তরস্যাং পশ্চিমায়াং মূলচিন্তাং বদেদ্বুধঃ॥ ৯

অথ প্রকারান্তরে জীবধাতুমূলজ্ঞানম্।

প্রশ্নাক্ষরং দ্বিগুণিতং হ্যেকেন চ সমন্বিতম্।
বহ্নিভিস্তু হরেদ্ভাগং শেষে চিন্তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১০
বিষমাঙ্কে জীবচিন্তা সমে ধাতুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শূন্যে মূলং বিজানীয়াৎ চিন্তায়া লক্ষণং স্মৃতম্॥ ১১

অশুভ ফল দৃষ্ট হইবে। জানু স্পর্শে জীবচিন্তা, জঙ্ঘা স্পর্শে ধাতুচিন্তা এবং পাদস্পর্শে মূলচিন্তা করিতেছে বলিয়া জানিবে। ৮

যদি প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ব্বদিকে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে ধাতুচিন্তা, যদি দক্ষিণ দিকে প্রশ্ন করে, তাহা হইলে জীবচিন্তা এবং যদি উত্তর দিকে বসিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলে মূলচিন্তা স্থির করিয়া লইবে এবং সেই হিসাবে স্থানের গুণ অনুসারে ফল বিচার করিবে। ৯

প্রথমে কথিত প্রশ্নে কত অক্ষর জানিয়া লইবে। পরে সেই অক্ষরগুলিকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ দিবে এবং উহাকে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা দ্বারা ফল স্থির করিবে। ১০

যদি এক অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে জীবচিন্তা, যদি দুই অবশিষ্ট থাকে তবে ধাতু বিষয়ক চিন্তা এবং শূন্য অবশিষ্ট থাকিলে মূল চিন্তা নিরূপণ করিয়া লইবে। ১১

অথ প্রশ্নলব্ধ-জীবধাতুমূলানাং বর্ণকথনম্।

তিথিঃ প্রহরসংযুক্তা তারকাবারমিশ্রিতা।
নবভিস্তু হরেদ্ভাগং শেষাঙ্কে বর্ণমাদিশেৎ ॥ ১২

তাম্রঃ ১, মুক্তাসদৃশঃ ২, শ্বেতমিশ্রিতরক্তঃ ৩, দূর্ব্বাসদৃশশ্যামঃ ৪, সুবর্ণবর্ণঃ ৫ মুক্তাসদৃশঃ শুভ্রঃ ৬, শ্যামবর্ণঃ ৭, আরক্তনীলশ্বেতঃ ৮, নীলরক্তবর্ণঃ ৯ ইত্যাদিকং জ্ঞাত্বা বিদ্বান্ বদেদ্বর্ণম্। ১৩

উদাহরণ।

একজন প্রশ্ন করিল, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি ?" তখন দেখিতে হইবে কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে বা প্রশ্নে কত অক্ষর আছে। প্রশ্নাক্ষর গণনা করিয়া দেখা গেল প্রশ্নে ১১টী অক্ষর রহিয়াছে, ১১ × ২ = ২২ হইল এবং ১ যোগ দিলে ১১ × ২ + ১ = ২৩ হইল। পরে উক্ত ২৩ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ২৩ ÷ ৩ = ৭ ভাগফল এবং ২ অবশিষ্ট থাকে। তাহা হইলে বুঝা গেল প্রশ্নকর্ত্তার ধাতু বিষয়ক প্রশ্ন। ১০—১১

প্রশ্ন করিবার সময় কোন্ তিথি * ছিল এবং কত প্রহর বেলা, কোন্ নক্ষত্র, কি বার ইহা ঠিক করিয়া তাহাদের সংখ্যা লইবে, পরে সমুদয় অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া তাহাকে ৯ দ্বারা ভাগ করিবে। যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিয়া লইবে। এক থাকিলে তাম্রবর্ণ, দুই থাকিলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, তিন থাকিলে শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ (পাটলবর্ণ), চারি থাকিলে দূর্ব্বাপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পাঁচ থাকিলে

* যে স্থলে তিথির উল্লেখ আছে, সেই স্থলে তিথির সংখ্যা গ্রহণ কালে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১ হইতে ১৫ অঙ্ক ধরিবে এবং কৃষ্ণ পক্ষের তিথি হইলে প্রতিপদ হইতে আমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৬ হইতে ৩০ অঙ্ক গণনা করিয়া সংখ্যা স্থির করিবে। যেমন শুক্লা দ্বাদশী হইলে ১২ হইল আর কৃষ্ণা দ্বাদশী হইলে ২৭ হইল। ইত্যাদি—

অথ কার্য্যস্য শুভাশুভম্।

প্রশ্নাক্ষরং ষড়্‌গুণিতমষ্টাভিশ্চ বিমিশ্রিতম্।
নবভিস্তু হরেদ্ভাগং শেষস্তাৎকালিকো গ্রহঃ॥ ১৪
গ্রহৈঃ পরিবদেৎ সম্যক্ কার্য্যাকার্য্যাদি লক্ষণম্।
আদিত্যে নৈবসিদ্ধিঃ স্যাৎ সোমে সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১৫
ভৌমে তু মরণং প্রোক্তং গুরুশুক্রবুধাঃ শুভাঃ।
শনৈশ্চরে নাস্তি সিদ্ধী রাহুকেতূ ন সিদ্ধিদৌ॥ ১৬

সুবর্ণবর্ণ, ছয় থাকিলে মুক্তাসদৃশ শুভ্রবর্ণ, সাত থাকিলে শ্যামবর্ণ, আট থাকিলে ঈষৎ রক্তবর্ণ মিশ্রিত নীলশ্বেতবর্ণ, শূন্য থাকিলে নীলরক্তবর্ণ ই প্রশ্নলব্ধ জীবাদির বর্ণ বলিয়া জানিবে। ১২—১৩

উদাহরণ।

মনে করুন উক্ত প্রশ্ন ১৮ই বৈশাখ বুধবার দুই প্রহরের সময় শুক্লা একাদশী তিথি ও শতভিষা নক্ষত্রে করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে তিথির সংখ্যা ১১, (সর্ব্বত্রই তিথির সংখ্যা শুক্লা কৃষ্ণা হিসাবে ১ ও ১৬ হইতে গ্রহণ করিবে) বারের সংখ্যা ৪ এবং নক্ষত্রের সংখ্যা ২৪ এবং প্রহরের সংখ্যা ২, সমুদায় অঙ্ক যোগ করিলে ১১+৪+২৪+২=৪১ হইল, ৪১কে ৯ দিয়া ভাগ দিলে ৪১÷৯=৪ ভাগফল এবং অবশিষ্ট ৫ রহিল, তাহা হইলে :বুঝা গেল মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ ই প্রশ্নলব্ধ ধাতুর বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইল। ১২—১৩

প্রশ্নাক্ষরকে ছয় দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে আট যোগ দিবে এবং নয় দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা তাৎকালিক গ্রহ নির্ণয় করিয়া ফল বলিবে। এক থাকিলে সূর্য্য, দুই থাকিলে সোম,

অথ কার্য্যস্য সময়জ্ঞানম্।

আদিত্যে মাসেনৈকেন সোমে বিংশমিতৈর্দ্দিনৈঃ।
ভৌমে ঋতুদ্বয়েনৈব বুধে সপ্তদিনৈঃ ফলম্॥ ১৭
একবিংশ দিনৈর্জ্জীবে ভৃগৌ বিংশতি-বাসরে।
শনৈশ্চরে চৈকবর্ষে রাহুকেত্বোরপি স্মৃতম্॥ ১৮

তিন থাকিলে মঙ্গল, চারি থাকিলে বুধ, পাঁচ থাকিলে বৃহস্পতি, ছয় থাকিলে শুক্র, সাত থাকিলে শনি, আট থাকিলে রাহু, নয় বা শূন্য থাকিলে কেতু। তাৎকালিক গ্রহ সূর্য্য হইলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, সোম হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয়। যদি তথনকার গ্রহ মঙ্গল হয়, তাহা হইলে মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য ফল হইবে, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র যদি তাৎকালিক গ্রহ হন, তাহা হইলে শুভফল জানিবে। শনি, রাহু বা কেতু হইলে কখনও কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। ১৪—১৬

উদাহরণ।

মনে করুন পূর্ব্বোক্ত (আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি ?) প্রশ্নাক্ষরে ছিল ১১, ইহাকে ৬ গুণ করিলে ১১×৬=৬৬ হইল এবং তাহাতে ৮ যোগ দিলে ৬৬+৮=৭৪ হইল। ইহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ৭৪÷৯=৮ ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল। তবেই বুঝা গেল প্রশ্নকালে চন্দ্রই তাৎকালিক গ্রহ। সুতরাং কার্য্য সিদ্ধ হইবে বুঝিতে হইবে। ১৪—১৬

সূর্য্য তৎকালিক গ্রহ হইলে এক মাসে ফল পাওয়া যাইবে। এইরূপে সোম হইলে বিংশতি দিনে, মঙ্গল হইলে চারি মাসে, বুধ হইলে সাত দিনে, বৃহস্পতি হইলে একবিংশতি দিনে, শুক্র হইলে বিংশতি দিনে, শনি, রাহু বা কেতু হইলে এক বৎসরে ফল দৃষ্ট হইবে। ১৭—১৮

অথ পূর্ব্বোক্ত তাৎকালিকগ্রহাদ্ ধাত্বাদিলক্ষণম্।

গ্রহোপরি বদেৎ সম্যগ্ধাতুমূলাদিলক্ষণম্।
চন্দ্রে শুক্রে তথা জীবে জীবচিন্তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৯
ভৌমে বুধে তথা কেতৌ ধাতুচিন্তাং বদেদ্বুধঃ।
রবৌ মন্দে চ রাহৌ চ মূলচিন্তা বিনিশ্চিতা ॥ ২০

অথ গ্রহাণাং বর্ণকথনম্।

রক্তশ্যামো ভবেৎ সূর্য্যঃ শশী গৌরঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রক্তগৌরঃ কুজো জ্ঞেয়ো দূর্ব্বাশ্যামো বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১
গৌরবর্ণো গুরুর্জ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণো ভৃগুঃ স্মৃতঃ।
কৃষ্ণঃ শনৈশ্চরো জ্ঞেয়ো বিয়দ্বর্ণো বিধুন্তুদঃ ॥ ২২

পূর্ব্বোক্ত তাৎকালিক গ্রহ দ্বারা ধাতুমূলাদি নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। চন্দ্র, শুক্র বা বৃহস্পতি তাৎকালিক গ্রহ হইলে জীবচিন্তা স্থির করিবে। মঙ্গল, বুধ বা কেতু তাৎকালিক গ্রহ হইলে ধাতুচিন্তা নিরূপণ হইবে। সূর্য্য, রাহু বা কেতু তখনকার গ্রহ হইলে মূলচিন্তা বিষয়ক প্রশ্ন স্থির করিয়া লইবে। ১৯—২০

সূর্য্য তাৎকালিক গ্রহ হইলে তাহার আকৃতি রক্তশ্যাম বর্ণ বলিয়া জানিবে, এইরূপ সোম হইলে গৌরবর্ণ, মঙ্গল হইলে রক্তগৌরবর্ণ, বুধ হইলে দূর্ব্বাদলসদৃশ শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি হইলে গৌরবর্ণ, শুক্র হইলে শুক্লবর্ণ, শনি হইলে কৃষ্ণবর্ণ, রাহু ও কেতু হইলে আকাশের ন্যায় অর্থাৎ শুদ্ধ নীল বর্ণ বলিয়া জানিবে। ২১—২২

অথ ধাতুজ্ঞানম্।

শুক্রে চন্দ্রেঽথ রৌপ্যঞ্চ বুধে স্বর্ণমুদাহৃতম্।
গুরৌ রত্নযুতং হেম সূর্য্যে মৌক্তিকমুচ্যতে ॥ ২৩
ভৌমে তাম্রং শনৌ লৌহো রাহাবপ্যায়সঃ স্মৃতঃ।
কেতৌ কর্পূরধাতুঃ স্যাদয়ঞ্চ ধাতুনির্ণয়ঃ ॥ ২৪

অথ মূলপত্রপুষ্পাদিনিরূপণম্।

তাৎকালিক-গ্রহৈরেবং মূলাদিকং বিচিন্তয়েৎ।
চন্দ্রে শুক্রে গুল্মবল্লী লতাকন্দৌ বুধস্য চ ॥ ২৫
পত্রং গুরৌ ফলং সূর্য্যে মূলঞ্চ রবিজে কুজে।
রাহৌ মূলং বিজানীয়াৎ কেতৌ পুষ্পং বিনির্দ্দিশেৎ ২৬ ॥

তাৎকালিক গ্রহ শুক্র বা চন্দ্র হইলে রৌপ্যধাতু বলিয়া জানিবে, এইরূপ বুধ হইলে সুবর্ণ, বৃহস্পতি হইলে রত্নযুক্ত সুবর্ণ, সূর্য্য হইলে মৌক্তিক (মুক্তা) মঙ্গল হইলে তাম্র, শনি হইলে লৌহ, রাহু হইলেও লৌহ, কেতু হইলে মিশ্র ধাতু নিরূপণ করিবে। ২৩—২৪

প্রথমে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাৎকালিক গ্রহ সাধন করিয়া পরে মূলাদি নিরূপণ করিবে। যথা—তাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা শুক্র হইলে গুল্ম (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) ও বল্লী (বিশিষ্ট লতা) বুধ হইলে লতা ও কন্দ, বৃহস্পতি হইলে পত্র, সূর্য্য হইলে ফল, শনি, মঙ্গল বা রাহু হইলে মূল, কেতু হইলে পুষ্প নির্দ্দেশ করিবে। ২৫—২৬

অথ দ্বিপদাদিজ্ঞানম্।

দ্বিপদৌ ভার্গবগুরূ ভূমিজার্কৌ চতুষ্পদৌ।
পক্ষিণৌ বুধশৌরী চ চন্দ্ররাহূ সরীসৃপৌ॥ ২৭

অথ দিগ্‌জ্ঞানম্।

চন্দ্রেভানৌ বদেৎ প্রাচ্যাং জীবেশুক্রে চ পশ্চিমে।
উত্তরে ভৌমসৌম্যাভ্যাং শনৌরাহৌ চ দক্ষিণে॥ ২৮

অথাক্ষরবর্গোপরি চিন্তাজ্ঞানম্।

অবর্গ আত্মনশ্চিন্তা পরচিন্তা কবর্গকে।
তথা চবর্গে বিজ্ঞেয়া টবর্গশ্চ চতুষ্পদে॥ ২৯

তাৎকালিক গ্রহ বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে দ্বিপদসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে, এবং মঙ্গল বা সূর্য্য হইলে চতুষ্পদ, বুধ বা শনি হইলে পক্ষী, চন্দ্র বা রাহু হইলে সরীসৃপ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ২৭

প্রশ্নকালে তাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা সূর্য্য হইলে পূর্ব্বদিক্, বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে পশ্চিমদিক্, মঙ্গল বা বুধ হইলে উত্তরদিক্ এবং শনি, রাহু বা কেতু হইলে দক্ষিণদিক্ নিরূপণ করিয়া লইবে। ২৮

প্রশ্ন হইলে পর প্রশ্নের প্রথম অক্ষর কোন্ বর্ণ হইয়াছে ঠিক করিয়া পরে চিন্তনীয় বিষয় নিরূপণ করিবে। প্রশ্নের আদ্যবর্ণ অবর্গ হইলে আত্মচিন্তা, কবর্গ হইলে পরচিন্তা ও অপদ জীবচিন্তা, চবর্গ হইলে পরচিন্তা, ও বহুপদ জীবচিন্তা, টবর্গ হইলে চতুষ্পদ জীবচিন্তা, তবর্গে পদহীন জীবচিন্তা, পবর্গে পাদসঙ্কুল জীবচিন্তা, যবর্গে চতুষ্পদ জীবচিন্তা এবং শবর্গে

চবর্গে পাদবহুলা অপদা তু কবর্গকে।
তথা তবর্গে বিজ্ঞেয়া পবর্গে পাদসঙ্কুলাঃ ॥ ৩০
চতুষ্পদা যবর্গে তু শবর্গে দ্বিপদাঃ স্মৃতাঃ।
দেবা অবর্গে বিজ্ঞেয়াঃ কবর্গে মনুজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
চবর্গে পক্ষিণো জ্ঞেয়াষ্টবর্গে তদ্বদেব হি।
নরাস্তবর্গে বিজ্ঞেয়া বিজ্ঞেয়া অসুরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩২
পবর্গে মনুজাশ্চৈব তথৈব চ শবর্গকে।
অবর্গে ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাঃ কবর্গে ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩
বিশশ্চবর্গে বিজ্ঞেয়াঃ টবর্গে তদ্বদেব হি।
শূদ্রাঃ পবর্গে জ্ঞাতব্যাঃ শবর্গে বিশএব চ ॥ ৩৪
স্ত্রীচিন্তা চ অবর্গে স্যাৎ কবর্গে পুরুষোত্তমঃ।
নপুংসকশ্চবর্গে স্যাট্টবর্গে তদ্বদেব হি ॥ ৩৫

অস্মিন্ বর্ষে সুখং ক্লেশাদিকং বা কিং ভবিষ্যতি? ইতি প্রশ্নে বর্ষফলম্ ॥ (ক)

দ্বিপদ জীবচিন্তা স্থির করিবে। প্রশ্নের আদ্যবর্ণ অবর্গ হইলে দেবচিন্তা, কবর্গে মনুষ্যচিন্তা, চবর্গে পক্ষিচিন্তা, টবর্গেও পক্ষিচিন্তা, তবর্গে মনুষ্যচিন্তা ও অসুরচিন্তা, পবর্গে মনুষ্যচিন্তা এবং শবর্গেও মনুষ্যচিন্তা স্থির করিয়া লইবে। অবর্গে ব্রাহ্মণ চিন্তা, কবর্গে ক্ষত্রিয়চিন্তা, চবর্গে বৈশ্যচিন্তা, টবর্গেও বৈশ্যচিন্তা, পবর্গে শূদ্রচিন্তা করিবে। এবং শবর্গে বৈশ্যচিন্তা স্থির করিয়া লইবে। অবর্গে স্ত্রীচিন্তা, কবর্গে পুরুষচিন্তা, চবর্গে নপুংসক চিন্তা এবং টবর্গেও ঐ নপুংসক বিষয়ক চিন্তা স্থির করিবে। ২৯—৩৫

তিথিবারর্ক্ষযোগানাং যুতিঃ সংবৎসরান্বিতা।
প্রশ্ননামাক্ষরৈর্যুক্তা ত্রিহৃতা শেষকে ফলম্॥ ৩৬
ক্লেশশ্চৈকেন বিজ্ঞেয়ো দ্বাভ্যাং সমং বিচিন্তয়েৎ।
তৃতীয়ে সুখমাপ্নোতি বর্ষেঽস্মিন্ প্রশ্নতঃ ফলম্॥ ৩৭

এই বৎসর সুখ বা ক্লেশাদি কি হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যেরূপে প্রশ্নফল গণনা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। (ক) প্রশ্ন সময়ে কোন্ তিথি কোন্ বার ও নক্ষত্র, যোগ কি এবং প্রশ্নবর্ষে প্রভবাদি বৎসরের কোন্ বর্ষ এই সমুদয় নিরূপণ করতঃ তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিয়া যোগ করিবে, পরে তাহাতে প্রশ্নাক্ষর ও প্রশ্নকর্ত্তার নামাক্ষরের সংখ্যাও যোগ দিবে। শেষে সমষ্টি অঙ্ককে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে ক্লেশ হইবে, দুই থাকিলে সুখ দুঃখ সমান হইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে সুখ হইবে, ইহা স্থির করিবে। তাহা হইলে এইবর্ষে উক্তরূপ ফলাদিই প্রশ্নে পাওয়া গেল। ৩৬—৩৭

উদাহরণ।

মনে করুন প্রভব বর্ষের ১৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বাদশী তিথি শতভিষা নক্ষত্র ও আয়ুষ্মান্ যোগে প্রশ্ন হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে ইহাদের সংখ্যা কত? বারের সংখ্যা ৫, তিথির সংখ্যা ১২, নক্ষত্রের সংখ্যা ২৪, যোগের সংখ্যা ৩ ও বর্ষ সংখ্যা ১; সুতরাং সমষ্টি যোগফল ৫+১২+২৪+৩+১=৪৫ হইল। ইহার সহিত প্রশ্নাক্ষর (আমার এই বৎসর সুখ হইবে কি?) ১৪ ও প্রশ্নকর্ত্তার নামাক্ষর (হরিশ্চন্দ্র) ৪ যোগ করিলে ৪৫+১৪+৪=৬৩ হইল। এখন ৬৩কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ৬৩÷৩ =২১ ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ৩; সুতরাং এই বৎসরে হরিশ্চন্দ্র

অথ রাজকৃপাচিন্তা।

প্রশ্নবর্ণো গুণৈঃপূর্ত্তঃ ঘটিভির্য়ুক্তোবহ্নিহৃৎ।
একেন স্বল্পমানং স্যাৎ দ্বাভ্যাং মানাধিকং ভবেৎ॥ ৩৮
ত্রিভিঃ শেষে ন মানং স্যাদিত্যেতৎ প্রশ্নলক্ষণম্।
ঘটীতি পরিবিজ্ঞেয়াঃ প্রশ্নকালীন নাড়িকাঃ॥ ৩৯

নামক ব্যক্তির সুখ হইবে কি? এই প্রশ্নে সুখই হইবে। ইহাই প্রশ্নলব্ধ ফল নিরূপিত হইল। ৩৬—৩৭

প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাকে তিন দ্বারা গুণ করিবে। পরে প্রশ্ন সময়ে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, তাহা উহাতে যোগ করিয়া তাহাকে তিন দ্বারা ভাগ করিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অল্প সম্মান লাভ হইবে, দুই থাকিলে অধিক সম্মান হইবে, তিন থাকিলে মানহানি হইবে। (ঘটী শব্দে প্রশ্ন কালীন দণ্ড বুঝিতে হইবে)। ৩৮—৩৯

উদাহরণ।

বেলা ১৮ দণ্ডের সময় (বা আনুমাণিক ১টার সময়) একজন প্রশ্ন করিল যে, এ কার্য্যে আমার সম্মান লাভ হইবে কি? তাহা হইলে দেখা গেল প্রশ্নবর্ণ আছে ১৫ ইহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিলে ১৫×৩=৪৫ হইল। তাহাতে প্রশ্নকালীন অতীত ১৮ দণ্ড যোগ দিলে ৪৫+১৮=৬৩ হইল এবং পরে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ৬৩÷৩=২১ ফল অবশিষ্ট ০ বা ৩ রহিল। সুতরাং এ কার্য্যে মান হানি হইবে বুঝা গেল। ৩৮—৩৯

অথ স্বরাজ্যপ্রাপ্তিলক্ষণং।

স্ববর্ণস্ত্রিগুণঃ কার্য্যো বস্তুবর্ণৈকরূপযুক্।
দ্বিভক্তঃ শেষকে জ্ঞেয়াদেকে প্রাপ্ত্যন্যথা সমে ॥ ৪০

অথ রোগিণাং রোগাদি-বিষয়কঃ প্রশ্নঃ।

তিথিনাড়ীসমাযোগো দ্বাভ্যাং গুণিতবেদযুক্।
বহ্নির্বিভাজিতে শেষং ফলং তস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১

পূর্ব্বে প্রশ্নকর্ত্তার নামের অক্ষরগুলি গণনা করিয়া তাহাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে কোন এক বস্তুর নাম করতঃ সেই বস্তুর নামের যত অক্ষর তাহা ও প্রশ্নাক্ষর একত্র যোগ করিয়া তাহাতে পুনঃ এক সংখ্যা যোগ করিবে। পরে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্তি হইবে, দুই বা শূন্য থাকিলে রাজ্য প্রাপ্তি হইবে না বলিয়া জানিবে। ৪০

উদাহরণ।

"গিরিধর" নামে কোন এক রাজা প্রশ্ন করিলেন যে "আমি নিজরাজ্য লাভ করিতে পারিব কি?" তাহা হইলে প্রথমে দেখিলাম প্রশ্নকর্ত্তার নামের সংখ্যা ৪। তাহাকে ৩ গুণ করিলে ৪×৩=১২ হইল। পুনঃ তাঁহাকে বস্তুর নাম করিতে বলায় "জল" বলিলেন তাহার সংখ্যা ২ পূর্ব্বোক্ত গুণিত অঙ্কে যোগ দাও সুতরাং ১২+২=১৪ হইল পুনঃ তাহাকে প্রশ্নাক্ষর ১৫ যোগ দিলে ১৪+১৫=২৯ হয়, সমষ্টির সহিত ১ যোগ করিতে আদেশ থাকায় ২৯+১=৩০ হইল। ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ৩০÷২=১৫ ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য)বা ২ রহিল। সুতরাং রাজ্যপ্রাপ্তি হইবে না জানা গেল। ৪০

প্রশ্নকালে যে তিথি প্রশ্নকাল পর্য্যন্ত আছে, সেই তিথির সংখ্যা এবং

একেন বেদনাভাবঃ শিরোরোগী দ্বিশেষকে ।
শূন্যেন নিধনং জ্ঞেয়ং শেষতঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ ॥ ৪২

প্রশ্নকালে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা একত্রঁ যোগ করিয়া দুই দ্বারা গুণ করিবে। পরে সেই গুণিত অঙ্কে * চারি যোগ করিয়া তিন দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র রোগ শান্তি হইবে, দুই থাকিলে পীড়ায় সাতিশয় কষ্ট পাইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে মৃত্যু হইবে। ৪১—৪২

উদাহরণ।

বেলা ১০ দণ্ডের সময় শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রশ্ন হইল যে, এ রোগীর শীঘ্র রোগ শান্তি হইবে কি? প্রথমে তিথির সংখ্যা ১১কে দণ্ডের সংখ্যা ১০এর সহিত যোগ দিলে ১১+১০=২১ হইল। তাহাকে ২ গুণ করিলে ২১×২=৪২ হয়। তাহার সহিত ৪ যোগ দিলে ৪২+৪=৪৬ হইল। পরে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ৪৬÷৩=১৫ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল। সুতরাং এ রোগীর শীঘ্রই রোগ শান্তি হইবে বলিয়া নিরূপিত হইল। ৪১—৪২

---

* "গুণিতবেদযুক্" ইহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে দ্বিগুণিত বেদই যোগের অঙ্ক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেননা প্রত্যেক প্রশ্নের অঙ্কে দেখা যায় একটি গুণিত অঙ্ক ও একটি যুক্ত অঙ্ক ও একটি বিভক্ত অঙ্ক এই তিনটীই থাকে, সুতরাং দুইটি পূর্ব্বাঙ্কেরই গুণক। ছন্দপতনভয়ে সমাসান্ত করা হইয়াছে। যথা আদৌ দ্বাভ্যাং গুণিতঃ পশ্চাৎ বেদ(৪)যুক্ত ইত্যাদি।

অথ দ্রব্যপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

ঘটিকা রামগুণিতা শরৈর্ব্বর্ণৈশ্চমিশ্রিতা।
বেদৈর্হৃতা সমেশেষে ন প্রাপ্তি র্বিষমে ধ্রুবম্॥ ৪৩

অমুকস্ত দ্রব্যপ্রাপ্তির্ব্বা নবা।

প্রভোর্নাম গুণৈর্হন্যাৎ স্ববর্ণমিশ্রিতং হরেৎ।
রামৈঃ প্রাপ্তির্বিজানীয়াদেকশেষে দ্বিকে নহি॥ ৪৪

প্রথমে প্রশ্নকালে কত দণ্ড বেলা হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া লইবে, পরে সেই প্রশ্নকালীন দণ্ডকে তিনগুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নাক্ষরের সংখ্যা ও পাঁচ যোগ দিবে, শেষে তাহাকে চারি দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ বিষম (এক বা তিন) থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই দ্রব্য প্রাপ্তি হইবে, যদি সম দুই বা শূন্য থাকে, তাহা হইলে দ্রব্য পাওয়া যাইবে না বলিয়া জানিবে। ৪৩

উদাহরণ।

বেলা ১০ দণ্ডের সময় প্রশ্ন হইল "আমার দ্রব্য পাইব কি?" তাহা হইলে প্রথমে ১০ দণ্ডকে ৩ গুণ করিলে ১০×৩=৩০ হইল; তাহার সহিত প্রশ্নাক্ষর ৯ ও যুক্ত সংখ্যা ৫ যোগ দিলে ৩০+৯+৫=৪৪ হইল। পরে উক্ত সমষ্টিকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ৪৪÷৪=১১ হইল ও অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ৪ রহিল। সুতরাং জানা গেল দ্রব্য পাওয়া যাইবে না। ৪৩

অমুকের অমুক দ্রব্য প্রাপ্তি হইবে কি না? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যাহার দ্রব্য প্রাপ্তি-বিষয়ক প্রশ্ন হইবে, তাহার নামাক্ষর সংখ্যাকে তিনগুণ করিয়া তাহাতে যিনি প্রশ্ন করিবেন তাহার নিজ নামাক্ষর সংখ্যা যোগ করিবে।

ত্রিশেষে চিরকালেন দ্রব্যপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি।
মতশ্চৈতত্তু প্রশ্নেস্যাদ্ দ্রব্যস্বামি-স্বনামতঃ ॥ ৪৫

সন্ধিপ্রাপ্তিঃ।

প্রশ্নকালীন নাড়ীভিঃ সংযুতাপ্রশ্নিকীর্তিথিঃ।
তস্যা ভাগং ত্রিভিঃ কৃত্বা শেষেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৪৬
একশেষে ভবেৎ সন্ধির্দ্বিশেষে বহুযত্নতঃ।
ত্রিশেষে নৈব সন্ধিঃ স্যাদেতৎ প্রশ্নস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৭

পরে ঐ অঙ্ককে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দ্রব্যপ্রাপ্তি হইবে, দুই থাকিলে প্রাপ্তি হইবে না, তিন বা শূন্য থাকিলে বহুকাল পরে প্রাপ্তি হইবে। ৪৪—৪৫

উদাহরণ।

রামচন্দ্র এসে জিজ্ঞাসা করিল "হরি রামের" গহনাগুলি পাইবে কি? প্রথমে হরি রামের দ্রব্য বলিয়া তাহার নামের সংখ্যা ৪কে ৩ গুণ করিলে ৪×৩=১২ হয়। তাহাতে প্রশ্নকর্ত্তার নামের সংখ্যা ৪ যোগ দাও ১২+৪=১৬ হইল। পরে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ১৬÷৩=৫ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল সুতরাং দ্রব্য পাওয়া যাইবে। ৪৪—৪৫

প্রশ্নকালে যত দণ্ড গত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রশ্নকালের তিথির সংখ্যা যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা ফল নিরূপণ করিবে, যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে সন্ধি হইবে, দুই থাকিলে বহুযত্নে সন্ধি হইবে, শূন্য থাকিলে সন্ধি হইবে না। ৪৬—৪৭

উদাহরণ।

সন্ধি হইবে কি? এই প্রশ্নে পূর্ব্বোক্ত ৪১—৪২ উদাহরণে অতীত দণ্ড

সন্তান গণনা।

চতুর্গুণাতিথিশ্চন্দ্রে(১)র্বারযোগৈশ্চমিশ্রিতা।
দ্বাভ্যাং ভাগেন যল্লব্ধং ত্রিঘ্নং বেদ(৪)হৃতঞ্চ যৎ ॥ ৪৮
একশেষে বিলম্বেন দ্বিশেষে নৈব সম্ভবঃ।
অচিরেণৈব কালেন ত্রিচতুঃশেষকে বদেৎ ॥ ৪৯

১০এর সহিত তিথির সংখ্যা ১১ যোগ দেওয়ায় ১০+১১=২১ হইল, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ২১÷৩=৭ ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ৩ রহিল। সুতরাং সন্ধি হইবে না। ৪৬—৪৭

প্রশ্নকালীন তিথিকে চারি দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ করিবে। পরে তাহাতে বার ও যোগ মিশ্রিত করিয়া দুই দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা ভাগফল হইবে, তাহাকে পুনরায় তিন গুণ করিয়া চারি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। (ভাগফল বাদ দিয়া) যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বিলম্বে সন্তান লাভ হইবে, দুই থাকিলে সন্তান হইবে না, যদি তিন বা শূন্য শেষ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বেই সন্তান হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ৪৮—৪৯

উদাহরণ।

বুধবার শুক্লাদশমীতিথি ও বিষ্কুম্ভ যোগে একব্যক্তি প্রশ্ন করিল "আমার সন্তান হইবে কি?" এই প্রশ্নে দেখা গেল তিথির সংখ্যা ১০ তাহাকে ৪ গুণ করিলে ১০×৪=৪০ হইল। তাহাতে এক যোগ দেওয়ায় ৪০+১=৪১ হয়, পরে সমষ্টিতে বারের সংখ্যা ৪ ও যোগের সংখ্যা ১ যোগ দেওয়াতে ৪১+৪+১=৪৬ হইল। এখন ইহাকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে ৪৬÷২=২৩ ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য) রহিল। এখন অবশিষ্ট অঙ্ক পরিত্যাগ

অস্যা গর্ভোঽস্তি বা ন ইতি প্রশ্নে।

বারশ্চ ত্রিগুণঃ কার্য্যস্তিথিভিশ্চ সুসংযুতঃ।
দ্বাভ্যাং হৃতশ্চ যচ্ছেষং বিষমেঽস্তি সুমেঽফলম্॥ ৫০

অন্যচ্চ।

প্রশ্নবর্ণাঙ্কে মাত্রাঙ্কঘাতঃ (৭ গুণিতঃ) সপ্তাবশেষতঃ।
বিষমে গর্ভসম্ভূতিঃ সমে নাস্তীতি সংবদেৎ॥ ৫১

করিয়া লব্ধ ভাগফলকে ৩ গুণ করিলে ২৩ × ৩ = ৬৯ হইল এবং তাহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ৬৯ ÷ ৪ = ১৭ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল। সুতরাং বিলম্বে সন্তান লাভ হইবে বুঝিতে হইবে। ৪৮—৪৯

ইহার গর্ভ হইয়াছে কি? এরূপ প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকালীন তারিখে যে বার হয়, সে বারকে (বারের সংখ্যাকে) তিনগুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নকালীন যে তিথি ছিল তাহার সংখ্যা যোগ দিবে, পরে তাহাকে দুই দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে গর্ভবতী হইয়াছে জানিবে, যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হয় নাই স্থির করিবে। ৫০

প্রশ্নে যত অক্ষর আছে তাহার সংখ্যাকে প্রশ্নের অক্ষরের মধ্যে আকারাদির মাত্রা কত আছে ঠিক করিয়া যত হইবে, তাহা দ্বারা গুণ করিবে। যেমন ("কার্য্যসিদ্ধি" বলিলে বর্ণ বা অক্ষর সংখ্যা ৪, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা হইবে ৬ ইত্যাদি)। পরে সেই গুণিত অঙ্ককে সাত দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ বিষম সংখ্যা (১।৩।৫।৭ বা ৭) থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যদি সম সংখ্যা (২।৪।৬) ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হয় নাই ইহাই স্থিরীকৃত হইল। ৫১

গর্ভে পুত্রকন্যোৎপত্তি গণনা।

প্রশ্নবর্ণাঙ্কমাত্রাঙ্কং তিথিবারর্ক্ষসংযুতম্।
সপ্তভুক্তাবশেষেণ সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্॥ ৫২

উদাহরণ।

রোহিণীর গর্ভ হইয়াছে কি? এই প্রশ্নে দেখা গেল প্রশ্নাক্ষর ১১কে মাত্রার সংখ্যা (অকারাদি হ্রস্ব দীর্ঘভাবে) ১৬ * দ্বারা গুণ করিলে ১১ × ১৬ = ১৭৬ হইল। পরে ১৭৬কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ১৭৬ ÷ ৭ = ২৫ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল। সুতরাং জানা গেল গর্ভ হইয়াছে। ৫১

প্রশ্নবর্ণের সংখ্যা ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রার সংখ্যা এবং তিথি, বার, নক্ষত্র, এই সমুদয়ের সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া সাত দ্বারা বিভাগ করিবে। যদি

---

* মাত্রা গ্রহণ প্রণালী যথা অ, ই, উ প্রভৃতি হ্রস্বস্বর ১ মাত্রা, আ, ঈ প্রভৃতি দীর্ঘস্বর ২ মাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ ক্ খ্ প্রভৃতি অর্দ্ধ মাত্রা। সেইরূপে ক্+অ=ক (হ্রস্ব সংযুক্ত বলিয়া) ১ মাত্রা, ক্+আ=কা (দীর্ঘস্বর সংযুক্ত বলিয়া) ২ মাত্রা। এবং সেইরূপ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ হ্রস্বস্বর যুক্ত হইলেও দীর্ঘবিধায় ২ মাত্রা। পরে হসন্ত বর্ণ বা অনুস্বার ও বিসর্গ থাকিলেও যে বর্ণের পরে আছে সেই বর্ণ হ্রস্ব হইলেও দীর্ঘ হইবে এবং দুই মাত্রা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন 'তৎ' 'দুঃখ' 'হংস' ইত্যাদি স্থলে মাত্রা গ্রহণ করিলে 'ত' এর পরে 'ৎ' থাকায় 'ত' দীর্ঘ ২ মাত্রা। 'দু' এর পর বিসর্গ থাকায় 'দু' দীর্ঘ ২ মাত্রা। 'হ' এর পর অনুস্বার থাকায় 'হ' দীর্ঘ ২ মাত্রা ইত্যাদি। এজন্য রো ২ হি ১ ণী ২ র ১ গ ২ র্ভ ১ হ ১ ই ১ য়া ২ ছে ২ কি ১ = ১৬ হইল।

মতান্তরে সন্তানগণনা ।

তিথিবারর্ক্ষযোগানাং যোগো নামাক্ষরৈর্যুতঃ ।
ক্ষিতিজেন যুতশ্চাপি বহ্নিহৃচ্ছেষজং ফলম্ ॥ ৫৩
একাঙ্কেন ভবেৎ পুত্রো দ্বাভ্যাং কন্যাং বিনির্দ্দিশেৎ ।
ত্রিশেষে গর্ভপাতঃ স্যাজ্জ্ঞাতব্যং সর্ব্বদা বুধৈঃ ॥ ৫৪

ভাগশেষ বিষমাঙ্ক (১।৩।৫।৭ বা শূন্য) থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার পুত্রলাভ হইবে। যদি অবশিষ্ট সম (২।৪।৬) থাকে, তাহা হইলে কন্যা জন্মিবে, ইহাই প্রশ্নের ফল। ৫২

উদাহরণ ।

১২ই ভাদ্র সোমবার শুক্লা পঞ্চমী তিথি ও ভরণী নক্ষত্রে প্রশ্ন হইল "আমার পুত্র হইবে কি ?" তাহা হইলে দেখিলাম প্রশ্নসংখ্যা ৯, মাত্রার সংখ্যা পূর্ব্বক্রমে ১৩, তিথির সংখ্যা ৫ (তিথির সংখ্যা কৃষ্ণপক্ষে ১৬ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত আর শুক্লপক্ষে ১ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত অঙ্ক গ্রহণ করিবে)। নক্ষত্রের সংখ্যা ২, বারের সংখ্যা ২, যোগ করিলে ৯+১৩+৫+২+২= ৩১ হইল ; ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৩১÷৭=৪ ভাগফল, অবশিষ্ট ৩ রহিল। সুতরাং জানা গেল প্রশ্নকর্ত্তার পুত্র লাভ হইবে। ৫২

প্রশ্নকালীন তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগ, এই সমুদায়ের সংখ্যা এবং গর্ভিণীর নামাক্ষরের সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া তাহাতে পুনরায় তিন যোগ দিবে। পরে সমষ্টি যাহা হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে তাহা দ্বারা প্রশ্নের ফল বলিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে পুত্র হইবে, দুই থাকিলে কন্যা হইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে গর্ভপাত হইবে। ৫৩—৫৪

মমান্যস্য পুত্রো বা ? প্রশ্নে।

যোগঃ পঞ্চগুণঃ কার্য্যো ভুবনেনাপি সংযুতঃ।
রামৈর্ব্বিভাজিতো যৎস্যাচ্ছেষৈকস্তু স্বভবোস্তবঃ॥ ৫৫
দ্বাভ্যামন্যদ্বিজানীয়াৎ ত্রিশেষে বীর্য্যয়োর্যুতিঃ।
এবমেব ফলং তত্র সত্যংস্যাদিতিবিশ্রুতিঃ॥ ৫৬

উদাহরণ।

মনে করুন, ৮ই বৈশাখ শুক্রবার শুক্লা দ্বাদশী ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র এবং শোভন যোগে (প্রশ্নকালে উক্ত তিথ্যাদি বর্ত্তমান ছিল) "সরলা বালা"র গর্ভে কি সন্তান হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন হইল। এখন দেখিতে হইবে তিথি প্রভৃতির সংখ্যা কত। তিথি দ্বাদশী সুতরাং শুক্লপক্ষ বলিয়া সংখ্যা ১২, শুক্রবার সংখ্যা ৬, নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার সংখ্যা ২১, যোগ-শোভন তাহার সংখ্যা ৫, ইহাদের সমষ্টি ১২+৬+২১+৫=৪৪। এবং গর্ভিণীর নামের অক্ষর সংখ্যা ৫ প্রাপ্ত সমষ্টিতে (৪৪ অঙ্কে) যোগ দিতে হইবে, সুতরাং ৪৪+৫=৪৯ হইল, তাহাতে পুনরায় তিন যোগ দিলে ৪৯+৩=৫২ হইল, পরে যোগফলকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ৫২÷৩=১৭ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল, সুতরাং জানা গেল যে সরলা বালার পুত্র হইবে ইত্যাদি। ৫৩—৫৪

এইটি আমার সন্তান বা অন্যের সন্তান ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকালীন বিষ্কুম্ভ হইতে বৈধৃতি পর্য্যন্ত ২৭টী যোগের (মৎপ্রণীত জ্যোতিষ শিক্ষায় বিশেষ দ্রষ্টব্য) মধ্যে যে যোগ ছিল, সেই যোগের সংখ্যাকে পাঁচ গুণ করিয়া তাহাতে চৌদ্দ যোগ করিবে। পরে উহা তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে আত্মজ অর্থাৎ আপনার বীর্য্যজাত সন্তান বলিয়া জানিবে। দুই থাকিলে অন্যজ বা জারজ অর্থাৎ অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক

যুদ্ধে দুর্গপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

রামৈর্গুণিতবারস্তু নেত্রৈর্যোজিতত্রিহৃতাঃ।
দুর্গপ্রাপ্তিরেকশেষে দ্বিকে সন্ধিঃ ত্রিকে ন হি ॥ ৫৭

উৎপাদিত হইয়াছে জানিবে। তিন বা শূন্য থাকিলে উভয়ের (স্বামী স্ত্রীর) বীর্য্যযোগে জন্ম হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিবে। ইহাই এই প্রশ্নগণনায় সত্য ফল নিরূপিত হইল। ৫৫—৫৬

উদাহরণ।

উক্ত ৮ই বৈশাথ প্রবাসী এক ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হইয়া জ্যোতিষীর নিকট প্রশ্ন করিল যে, অভিনব জাত এই পুত্রটী যথার্থ আমার ঔরসজাত কি? তথন দেখিতে হইবে, সেই দিন কোন্ যোগ ছিল। দেখিলাম শোভন যোগ রহিয়াছে অতএব যোগের সংখ্যা ৫ তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিলে ৫×৫=২৫ হইল। এবং উক্ত গুণফলে ১৪ যোগ দিলে ২৫+১৪=৩৯ হইল। পরে লব্ধ সমষ্টি অঙ্ককে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ৩৯÷৩=১৩ ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ৩ রহিল। সুতরাং জানা গেল উক্ত বালক উভয়ের বীর্য্যজাত সন্তান। ৫৫—৫৬

প্রশ্নবারকে তিন দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে দুই যোগ করিলে যোগফল যাহা হইবে তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষে এক থাকে, তাহা হইলে দুর্গপ্রাপ্তি হইবে, দুই থাকিলে সন্ধি হইবে, তিন বা শূন্য থাকিলে দুর্গলাভ হইবে না, ইহাই নিরূপিত হইল। ৫৭

উদাহরণ।

বুধবার ৮ দণ্ডের সময় একজন প্রশ্ন করিল "এ যুদ্ধে আমি দুর্গ লাভ করিতে পারিব কি"? তথন দেখিলাম প্রশ্নবার বুধবার তাহার সংখ্যা ৪

পরচক্রগমনচিন্তা।

ঘটিকা পঞ্চভির্গুণ্যা দিনর্ক্ষবিশ্ব (১৩) সংযুতা।
দ্বাভ্যাং হৃতা তু যচ্ছেষং ফলং তস্য বদাম্যহম্॥ ৫৮
একেন গমনং বিন্দ্যাদ্ দ্বাভ্যাং নৈবাগমো ভবেৎ।
অতস্তত্র বিশেষেণ গমনং পরিচিন্তয়েৎ॥ ৫৯

ইহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিলে ৪ × ৩ = ১২ হইল। তাহাতে ২ যোগ দেওয়ায় ১২ + ২ = ১৪ হয়। পরে সমষ্টি অঙ্ককে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ১৪ ÷ ৩ = ৪ ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল সুতরাং এ যুদ্ধে দুর্গ লাভ হইবে না। কিন্তু সন্ধি হইবে বলিয়া নিরূপিত হইল। ৫৭

যত দণ্ডের সময় প্রশ্ন হইবে, সেই দণ্ডকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নকালীন বার ও নক্ষত্রের সংখ্যা এবং ১৩ যোগ দিবে। পরে ঐ অঙ্কসমষ্টিকে দুই দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে শুভফল হইবে বলিয়া অক্লেশেই যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিবে বলিয়া দিবে। শূন্য থাকিলে যুদ্ধযাত্রায় অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকায়, যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিবে। কারণ তাহাতে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ৫৮—৫৯

উদাহরণ।

বেলা ১২ দণ্ডের সময় প্রশ্ন হইল যে, শত্রু দমন করিবার জন্য আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে কি? তখন ১২ দণ্ড বেলা হওয়ায়—সেই ১২ দণ্ডই প্রশ্নকালীন অতীত দণ্ড, সুতরাং তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিলে ১২ × ৫ = ৬০ হইল। তাহাতে বার ও নক্ষত্রের সংখ্যা যোগ করিতে বলায় ৫৩—৫৪ উদাহরণে উক্ত তারিখে যদি প্রশ্ন ধরা যায় তাহা হইলে, শুক্রবার ও

অমুকদেশে শত্রুরাগমিষ্যতি বা ন।

দেশনামর্ক্ষয়োর্যোগমেকহীনস্ত্রিভির্ভজেৎ।
একশেষে তু যুদ্ধেন আগমিষ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬০
পলায়িতং শত্রুসৈন্যং দেশমুক্তির্দ্বিশেষকে।
ত্রিশেষকে ভবেদ্দুঃখং যুদ্ধঞ্চ সেনয়োর্ম্মহৎ ॥ ৬১

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র পাওয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ ৬ ও ২১। তাহা পূর্ব্বপ্রাপ্ত গুণিত অঙ্ক ৬০এর সহিত যোগ করিলে ৬০+৬+২১=৮৭ হইল। পুনরায় কথিত সংযুক্ত অঙ্ক ১৩ উক্ত যোগফলে যোগ দেওয়ায় ৮৭+১৩=১০০ হইল। পরে ঐ অঙ্ক সমষ্টিকে ২ দিয়া ভাগ দিলে ১০০÷২=৫০ ভাগফল, অবশিষ্ট ০ (শূন্য) বা ২ রহিল। সুতরাং জানা গেল এ যুদ্ধে সুফল হইবে না। যাওয়া উচিত নহে। ৫৮—৫৯

অমুক দেশে শত্রু আসিবে কি না? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যে দেশ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইবে, সেই দেশের নামাক্ষরের সংখ্যা এবং প্রশ্নকালীন নক্ষত্র সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহা হইতে এক বাদ দিবে। পরে ঐ অঙ্ককে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শত্রুসৈন্য আগমন করিয়া দেশ অধিকার পূর্ব্বক চলিয়া যাইবে। দুই অবশিষ্ট থাকিলে শত্রুসৈন্যগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। এবং তিন অবশিষ্ট থাকিলে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ ভীষণ যুদ্ধ করিবে এবং তাহাতে প্রজাগণের বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া প্রশ্নের ফল বলিয়া দিবে। ৬০—৬১

উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোন্ পক্ষের জয় হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে দুই জনের নামাক্ষরের সংখ্যা দুই স্থানে রাখিয়া তিন দ্বারা গুণ

দ্বয়োর্যুদ্ধে কস্য জয় ইতি প্রশ্নে।

উভয়োস্ত্রিগুণং নাম তৎকালৈশ্চ ত্রিভির্যুতঃ।
বহ্নি (৩) হৃতস্তু শেষং স্যাদধিকং জয়কৃদ্ভবেৎ॥ ৬২

করিবে। পরে উভয়ের ত্রিগুণিত নামাক্ষরের সংখ্যার সহিত প্রশ্নকালীন যত দণ্ড গত হইয়াছে,সেই দণ্ড ও তিন সংখ্যা যোগ করিয়া যে দুইটী অঙ্ক হইবে, ঐ দুইটী অঙ্ককে পৃথক্ পৃথক্ তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার মধ্যে যাহার ভাগশেষ অধিক হইবে, তিনিই জয়লাভ করিবেন বলিয়া জানিবে। ৬২

উদাহরণ।

মনে করুন—প্রসন্ন কুমার রায় চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল যে, আমার বিপ্রচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত কোন বিষয়ের বিশেষ যুদ্ধ হইবে এবং আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহার জয় হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম দুইটি লইয়া দুই স্থানে স্থাপন কর। পরে তাহার নীচে ঐ নাম দুইটীর সংখ্যা লও যথা :—

প্রসন্নকুমার	ও	বিপ্রচরণ
৬		৫
৩		৩
——		——
১৮		১৫
১৩		১৩
৩		৩
——		——
৩) ৩৪ (১১		৩) ৩১ (১০
৩৩		৩০
——		——
১		১

ইহাদের নামাক্ষর সংখ্যা ৬ ও ৫ যথাক্রমে স্থাপন করা হইল। পরে ঐ দুইটী সংখ্যাকে তিন গুণ করিতে হইবে। ৬ × ৩ + প্রশ্নদণ্ড ১৩ ও যুক্ত অঙ্ক + ৩ ÷ ৩ = ফল। ৫ × ৩ + প্রশ্নদণ্ড ১৩ ও যুক্ত অঙ্ক ৩ ÷ ৩ = ফল। (প্রশ্নকালে ১৩ দণ্ড অতীত হওয়ায় ১৩ই প্রশ্নকালীন দণ্ড। সুতরাং তাহাতে যোগ দিতে হইবে)।

গমনপ্রশ্নঃ।

তিথিবারর্ক্ষযোগানাং যোগো রামযুতস্তথা।
দ্বিগুণো বহ্নিভির্ভক্তঃ শেষেণ ফলমাদিশেৎ॥ ৬৩
একেন গমনং ব্রূয়াৎ দ্বাভ্যাঞ্চ স্থিরতা ভবেৎ।
শূন্যেন চিরকালেন ইতি গন্তব্যলক্ষণম্॥ ৬৪

দূতশ্চলিতো বা ন?

তিথিশ্চ ত্রিগুণা কার্য্যা পঞ্চযুক্ বারমিশ্রিতা।
সপ্তভির্গুণিতা দ্বাভ্যাং ভক্তা শেষে ফলং বদেৎ॥ ৬৫
একেন চলিতো দূতঃ শূন্যশেষে তু নিশ্চলঃ।
জানীয়াদিতিপ্রশ্নস্য ফলং যাথার্থ্য ভূষিতম্॥ ৬৬

উভয়ের ভাগশেষ সমান হওয়ায় দুই পক্ষেই সমান ফল দাঁড়াইল। অর্থাৎ উভয়ের পরস্পর শান্তি ভাব উৎপন্ন হইবে, যুদ্ধ আর করিতে হইবে না। ৬২

কোনও ব্যক্তি গমন করিবে কি না? এরূপ প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকালীন তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগ ইহাদের সংখ্যা এবং তিন, এই সমুদায় অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যাহা হইবে তাহাকে দ্বিগুণ করিবে। পরে সেই দ্বিগুণিত অঙ্ককে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দ্বারা ফল নিশ্চয় করিবে। ভাগশেষ এক থাকিলে গমন করিবে, দুই থাকিলে গমন করিবে না, শূন্য থাকিলে অনেক বিলম্বে গমন করিবে। ৬৩—৬৪

দূত গমন করিল কি না? এইরূপ প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকালে যে তিথি ছিল সেই তিথির শুক্লাকৃষ্ণা হিসাবে সংখ্যাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে পাঁচ ও

অথ দূতক্রিয়ানুমার্গং বর্ত্ততে বা ন।

প্রশ্নবর্ণাঙ্কমাত্রাঙ্কযোগো দ্বাভ্যাং হৃতোঽগ্নিযুক্।
বসুভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষাঙ্কেন ফলং বদেৎ॥ ৬৭

প্রশ্নের বার সংখ্যা যোগ করিবে। পরে তাহাকে পুনর্ব্বার সাত দিয়া গুণ করিয়া দুই দ্বারা বিভাগ করিলে যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দূত যাত্রা করিয়াছে জানিবে, এবং দুই থাকিলে স্থির হইয়া রহিয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ৬৫—৬৬

উদাহরণ।

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিনে প্রশ্ন করিল যে, "আমার দূত সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে কি?" তখন দেখিলাম কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীর জন্য তিথির সংখ্যা হইল ২৯, ইহাকে তিন দিয়া গুণ করায় ২৯×৩=৮৭ হইল। ইহাতে ৫ সংখ্যা ও মঙ্গলবার জন্য বারের সংখ্যা ৩ যোগ দেওয়ায় ৮৭+৫+৩=৯৫ হইল। পুনরায় সমষ্টি ৯৫ কে ৭ দ্বারা গুণ করিতে হইবে কথিত থাকায়, গুণ করিলে ৯৫×৭=৬৬৫ হইল। এখন এই সমষ্টি অঙ্ককে ২ দিয়া ভাগ দিলে ৬৬৫÷২=৩৩২ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল, সুতরাং তাহাতে জানা গেল যে, দূত অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে। ৬৫—৬৬

প্রশ্নে যত অক্ষর আছে ও যত মাত্রা আছে পূর্ব্বোক্ত ৫১ শ্লোকের কূট নোটের নিয়মে অক্ষর ও মাত্রা ঠিক করিয়া উভয় সংখ্যাকে একত্র যোগ করতঃ দুই দ্বারা বিভাগ করিবে এবং যাহা লব্ধ হইবে তাহাতে তিন যোগ দিলে যে অঙ্ক সমষ্টি হইবে, তাহাকে আট দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে দূত সেই স্থানেই বর্ত্তমান আছে জানিবে, যদি দুই

একেন সংস্থিতস্তত্র দ্বিতীয়ে মার্গমাশ্রিতঃ।
তৃতীয়ে চার্দ্ধমার্গেণ চতুর্থে গ্রামসন্নিধৌ ॥ ৬৮
পঞ্চমে পুনরাবৃত্তিঃ ষষ্ঠে ব্যাধিসমাকুলঃ।
সপ্তমে চ গৃহে জ্ঞেয়শ্চাষ্টমে চৌরসঙ্কুলঃ ॥ ৬৯

থাকে, তাহা হইলে দূত আসিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে বলিয়া জানিবে। যদি তিন থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধপথে আসিয়াছে, যদি চারি থাকে, তাহা হইলে নিজ গ্রামের নিকটেই আসিয়াছে, যদি পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন কারণবশতঃ সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে জানিবে। যদি ছয় থাকে, তাহা হইলে দূতের পীড়া হইয়াছে, যদি সাত থাকে, তাহা হইলে দূত গৃহেই অবস্থান করিতেছে এবং যদি শূন্য বা আট থাকে, তাহা হইলে দূত দস্যুহস্তে পতিত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া নিরূপণ করিবে। ৬৭—৬৯ *

উদাহরণ।

প্রশ্ন হইল "আমার দূত সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে কি"? এখন দেখিলাম এই প্রশ্নে ২১টি অক্ষর আছে এবং পূর্ব্বক্রমে আকারাদি হ্রস্ব দীর্ঘ হিসাবে মাত্রার সংখ্যা ৩০। (যথা আ ২ মা ২ র ১ দূ ২ ত ১ সে ২ ই ১ স্থা ২ ন ১ হ ১ ই ১ তে ২ ব ১ হি ২। কেননা হি হ্রস্ব হইলেও গয়েতে

* এই শ্লোকের উদাহৃত প্রশ্নে প্রথম ভাগে ভাগফল লইয়া বা অবশিষ্ট লইয়া কার্য্য করিতে হইবে এইরূপ শ্লোকে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায়, ভাগফল লইয়াই পুনরায় কার্য্য করিতে হইবে। কেননা প্রত্যেক শ্লোকে ভাগশেষ লইয়া প্রশ্নোত্তর দিবার আদেশ আছে। সুতরাং কার্য্য করণ স্থলে ফল গ্রহণই যুক্তিযুক্ত।

দূরস্থস্যাগমননির্ণয়ঃ।

প্রভুস্বনাময়োরৈক্যং দ্বিনিঘ্নং তুরগৈর্যুতম্।
ত্রিভির্হৃতন্তু শেষং যৎ স্যাদেকং প্রথমং ফলং॥ ৭০
পুনস্তৎস্থাপিতং চাঙ্কং বসুভির্গুণিতন্ততঃ।
ত্রিভির্বিভজ্যশেষাঙ্কে ফলং ব্রূয়াচ্ছুভাশুভম্॥ ৭১

রেফ্ থাকায় সংযুক্ত বর্ণ হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ণ হি দীর্ঘ হইয়াছে এই জন্য ২ হইল। সেইরূপ অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত বর্ণও দীর্ঘ হইয়া থাকে। "সংযুক্তাদ্যং অনুস্বারং বিসর্গ সংমিশ্রং গুরুঃ পাদান্তস্থং বিকল্পেন" ইত্যাদি বচনের প্রামান্য বশতঃ যেখানে মাত্রা গ্রহণ করা হইবে সেস্থলে ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ বিচার করিয়া মাত্রার সংখ্যা গ্রহণ করিবে। গ ১ ত ১ হ ১ ই ১ য়া ২ ছে ২ কি ১ মোট ৩০ হইল) ঐ দুইটি সংখ্যাকে একত্র যোগ করায় ২১ + ৩০ = ৫১ হইল। ইহাকে ২ দিয়া ভাগ করিলে ৫১ ÷ ২ = ২৫ ভাগফল লব্ধ হইল এবং অবশিষ্ট ১ রহিল। এখন অবশিষ্ট অঙ্ককে পরিত্যাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইল তাহার সহিত ৩ যোগ দাও, তাহা হইলে ২৫ + ৩ = ২৮ হইল। এখন এই সমষ্টিকে ৮ দ্বারা ভাগ করিলে ২৮ ÷ ৮ = ৩ ভাগফল ও ৪ অবশিষ্ট রহিল। সুতরাং বুঝা গেল যে দূত কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিজ গ্রামের নিকটেই আসিয়াছে অর্থাৎ এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ৬৭—৬৯

প্রশ্নকর্ত্তার নাম ও দূরস্থিত ব্যক্তির (যিনি আসিবেন বলিয়া জানাইবে উহার) নাম এই উভয়ের বর্ণ সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া তাহাকে দ্বিগুণ করিবে। পরে তাহাতে সাত যোগ করিয়া তিন দ্বারা বিভাগ করিবে। ভাগশেষ যাহা থাকিবে, সেই সংস্থাপিত অঙ্ককে আটগুণ করিয়া পুনরায়

একেন চিরকালেন দ্বিতীয়ে বহুকালতঃ।
শূন্যশেষে মহদ্দুঃখং বিনা দ্রব্যৈর্ন মুঞ্চতি ॥ ৭২

দ্রব্যচিন্তা।

নক্ষত্রং ত্রিগুণং কার্য্যং তিথিযুক্ ত্রিহৃতং ফলম্।
স্বল্পঃ সমোঽধিকো জ্ঞেয় এক-দ্বি-ত্রয়-শেষকে ॥ ৭৩

তিন দ্বারা ভাগ করতঃ যাহা শেষ থাকিবে তাহা দ্বারা ফল বলিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই সেই বিদেশী ব্যক্তি আগমন করিবে, যদি দুই থাকে, তাহা হইলে বহু বিলম্বে আসিবে, যদি তিন বা শূন্য থাকে, তাহা হইলে মহাকষ্টে পড়িয়াছে বলিয়া জানিবে। এবং কোন দ্রব্য ও টাকা পয়সা না পাইলে আসিতে পারিবে না, এইরূপ গণনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া বলিয়া দিবে। ৭০—৭২

উদাহরণ।

দেবীপ্রসন্ন প্রশ্ন করিল "আমার ভাগিনেয় হরিহর বিদেশ হইতে শীঘ্রই আসিবে কি?" গণনা করিয়া দেখিলাম প্রশ্নকর্ত্তা দেবীপ্রসন্ন নামের সংখ্যা হইল ৫ ও দূরস্থ ব্যক্তি হরিহর নামের বর্ণ সংখ্যা ৪ উভয়ের যোগ ৫+৪=৯; ইহাকে ২ দিয়া গুণ করিলে ৯×২=১৮ হয়। তাহাতে ৭ যোগ দেওয়ায় ১৮+৭=২৫ হইল। ইহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ২৫÷৩=৮ ভাগফল, অবশিষ্ট ১ রহিল। এখন এই অবশিষ্ট স্থাপিত অঙ্ককে পুনরায় ৮ দ্বারা গুণ করিলে ১×৮=৮ হইল, তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ৮÷৩=২ ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল। সুতরাং সেই বিদেশী ব্যক্তি হরিহর এখন আসিবে না বহু বিলম্ব আছে বলিয়া প্রশ্নের ফল জানা গেল। ৭০—৭২

প্রশ্নকালীন নক্ষত্রের সংখ্যাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নকালীন

নষ্টপ্রাপ্তিচিন্তা।

প্রশ্নাক্ষরৈস্তিথিগুর্ণ্যা তৎকালঘটিকান্বিতা।
দ্বাভ্যাং ভক্তাত্বেকশেষে প্রাপ্তির্ব্বাচ্যাঽম্বরে নহি ॥ ৭৪

নষ্টদ্রব্যস্য স্থিতিস্থানজ্ঞানম্।

বস্ত্বক্ষরগুণো যোগস্ত্রিযুক্তঃ পঞ্চহৃত্তথা।
একেন স্বগৃহে জ্ঞেয়ং দ্বিতীয়ে বহিরেব চ ॥ ৭৫

তিথির শুক্লাকৃষ্ণা হিসাবে সংখ্যা যোগ করিবে। পরে তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অল্প অর্থ, দুই থাকিলে নিতান্ত কম অর্থ নহে নিতান্ত অধিকও নহে অর্থাৎ মধ্যমফল, শূন্য থাকিলে অধিক অর্থের আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়া লইবে। ৭৩

প্রশ্নাক্ষরের সংখ্যা দ্বারা প্রশ্নকালীন তিথির সংখ্যাকে গুণ করিয়া তাহার সহিত প্রশ্নদণ্ড যত হইয়াছে তাহা যোগ দিবে। পরে তাহাকে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া দেখিবে ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য পাওয়া যাইবে, যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে পাওয়া যাইবে না বলিয়া স্থির করিবে। ৭৪

হৃত দ্রব্য কোথায় আছে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে পর তখন জ্যোতিষী মহাশয় সেই প্রশ্নকারক ব্যক্তিকে কোন বস্তুর নাম করিতে বলিবেন। যে বস্তুর নাম গ্রহণ করিবেন সেই বস্তুর নামে যে কয়েকটি অক্ষর থাকিবে, তাহাদের অবর্গ ও কবর্গাদি হিসাবে সংখ্যা গ্রহণ করিয়া পরস্পর গুণ করিলে যে একটি যোগজাঙ্ক হইবে, তাহাতে তিন যোগ করিয়া পাঁচ দিয়া ভাগ করিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু গৃহেই

তৃতীয়ে শয়নাগারে চতুর্থে স্থানসন্নিধৌ।
পঞ্চমে চ বিনোদে চ হৃতং তেনৈব বুধ্যতাম্॥ ৭৬

দিগ্জ্ঞানম্।

পূর্ব্বাপরে চ দৃষ্টিশ্চেৎ পূর্ব্বস্যাং দ্রব্যমাদিশেৎ।
দক্ষিণোত্তর দিশোশ্চেচ্চতুত্তরস্যাং ফলং বদেৎ॥ ৭৭

আছে জানিবে। এবং দুই থাকিলে সেই বস্তু গৃহে নাই, স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে জানিবে। তিন থাকিলে শয়নাগারের মধ্যে আছে, চারি থাকিলে বাটীর নিকটেই কোন স্থানে আছে, পাঁচ থাকিলে আমোদ প্রমোদের স্থানে কোন আমোদকারী ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবে। ৭৫—৭৬

উদাহরণ।

যথা—হৃত দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আসিলে প্রশ্নকর্ত্তাকে কোন পুষ্পের নাম করিতে বলায়, তিনি চাঁপা ফুলের নাম করিলেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, বর্ণমালার মধ্যে বর্গ * হিসাবে (কেন না প্রশ্ন গণনায়

---

* বর্গ হিসাব বলিলে অবর্গ বলিতে অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত ১৪ স্বর থাকায় ১ হইতে ১৪ সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন "ঈ" বলিতে ৪ ইত্যাদি। আর কবর্গ বলিলে ক হইতে ঙ পর্য্যন্ত ৫ ধরিতে হইবে; তাহা হইলে ১—৫ সংখ্যার যে কোন সংখ্যা লইবে। এইরূপে চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ প্রত্যেক বর্গসংখ্যা গ্রহণ কালে ১ হইতে যতটী বর্ণ বর্গে আছে, তত সংখ্যা গ্রহণ করিবে। সহজ বোধের জন্য বর্গচক্র অঙ্কিত করিয়া শেষে প্রকারান্তর কথিত উদাহরণে দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নিবায়ুদিশোর্ম্মধ্যে মধ্যে তয়োর্ব্বিনির্দ্দিশেৎ।
রুদ্ররাক্ষসয়োর্ম্মধ্যে মধ্যেস্থাচ্চ বিশেষতঃ॥ ৭৮
তোয়োত্তরে চ দৃষ্টৌ চেৎ স্থিতামুত্তরগাং বদেৎ।
পূর্ব্বোত্তরে বদেচ্চৈব পূর্ব্বস্থাঞ্চ বিচারণাম্॥ ৭৯

প্রত্যেক বর্ণের বিভাগ লওয়া হইয়াছে) "চ" এর সংখ্যা, চবর্গের প্রথম বর্ণ বলিয়া ১, আ এর সংখ্যা স্বরবর্ণ হিসাবে ২, "প" এর সংখ্যা পবর্গ হিসাবে ১, "আ" এর সংখ্যা ২, সুতরাং পরস্পর গুণ করিলে, ১×২×১ ×২=৪ হইল, ইহাকে ৫ দ্বারা ভাগ করা যায় না বলিয়া ভাগফল শূন্য, ভাগ অবশিষ্ট ৪ই রহিল, সুতরাং বাটীর নিকটেই হৃত বস্তু রহিয়াছে বলিয়া জানিবে। ৭৫—৭৬

যদি প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য পূর্ব্বদিকে আছে বলিয়া জানিবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ঐ নষ্টদ্রব্য উত্তরদিকে আছে স্থির করিয়া লইবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা অগ্নিকোণের ও বায়ুকোণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্য ঐ অগ্নিকোণ ও বায়ুকোণের মধ্যস্থলে আছে বলিবে। প্রশ্নকালে যদি ঈশানকোণে ও নৈঋ'ত কোণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নষ্ট বস্তু ঐ ঈশান কোণ ও নৈঋ'ত কোণের মধ্যে আছে বলিয়া জানিবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা পশ্চিম ও উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য উত্তরদিকে রহিয়াছে বলিবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে নষ্টবস্তু পূর্ব্বদিকেই আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে ৭৭—৭৯।

মিথ্যা সত্য বার্ত্তাজ্ঞানম্।

বারর্ক্ষযোগযোগশ্চ তিথিঘ্নো দেবযুক্ ত্রিহৃৎ।
অষ্টাভিস্তু ফলং ছিন্নং শেষাঙ্কে ফলমাদিশেৎ॥ ৮০
সপ্তৈকেন তথা মিথ্যা দ্বিশেষেঽপি ত্রয়ো যদা।
তদাদৌ সত্যতাং যাতি পশ্চান্মিথ্যা ভবেস্তবঃ॥ ৮১

মৈত্রীচিন্তা।

তিথিবারর্ক্ষযোগস্তু প্রভোর্নামহৃতস্ত্রিভিঃ।
যুক্তঃস্যাদ্ ভাজিতো দ্বাভ্যামেকে মৈত্রীদ্বিকে নহি॥ ৮২

প্রশ্নকালীন যে বার, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের মধ্যে যে নক্ষত্র এবং বিষ্কুম্ভাদি যোগ এই সমুদায়ের সংখ্যাকে একত্র করিয়া তাহাকে তাৎকালিক অর্থাৎ প্রশ্নকালীন তিথির শুক্লাকৃষ্ণা হিসাবে সংখ্যা গ্রহণ করতঃ যত সংখ্যা হইবে তাহা দ্বারা গুণ করিবে। পরে তাহাতে ৩৩ যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা বিভক্ত করিবে। এবং উক্ত ভাগ দ্বারা যে অঙ্ক লব্ধ হইয়াছে, পুনরায় তাহাকে আট দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারাই ফল নিরূপণ করিবে। যদি ৭।১।২ (সাত এক বা দুই) অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই সংবাদ বা জনরব মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিবে। যদি তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই সংবাদ প্রথম সত্য হইয়া পশ্চাৎ মিথ্যারূপে পরিণত হইবে বলিয়া দিবে। গণনাকারী জ্যোতিবী স্বীয় যুক্তি দ্বারা বলিয়া দিবেন যে, যখন ৪।৫।৬।০ বা ৮ থাকিলে কিছুই বলা হয় নাই, তখন যদি ৪।৫ ৬.০ বা ৮ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রবাদ সত্য হইবে বলিয়া নিরূপণ করিবে। ৮০—৮১

প্রশ্নকালীন তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগের সংখ্যা লইয়া সেই সমুদয়ের

জীবনমৃত্যুজ্ঞানম্।

উদয়াৎ ঘটিকা ত্রিঘ্না তিথিবারেণ সংযুতা।
সূর্য্যেণ বিভজেদ্ধীমান্ বিজ্ঞেয়ং মৃত্যুজীবনম্॥ ৮৩
রাম ৩ বাণ ৫ রসৈঃ ৬ সিদ্ধি ৮
নন্দ ৯ রুদ্রৈশ্চ ১১ জীবনম্।
রূপা ১ ক্ষি ২ বেদ ৪ সপ্তা ৭ শা ১০
সূর্য্যৈশ্চ ১২ মরণং স্মৃতম্॥ ৮৪

বৃষ্টিপ্রশ্নঃ।

তৎকালঘটিকা দ্বিঘ্না ত্রিহৃতৈকেন সত্বরম্।
দ্বাভ্যাং কিঞ্চিদ্ বিলম্বেন গ্রামদূরেঽতিবৃষ্টিকৃৎ॥ ৮৫

সংখ্যাকে একত্র যোগ করতঃ যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে প্রভুর নামাক্ষরের সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তিন যোগ করিবে। পরে তাহাকে পুনরায় দুই দ্বারা বিভাগ করিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে মিত্রতা হইবে, দুই বা শূন্য থাকিলে মিত্রতা হইবে না। ইহাই প্রশ্নের ফল জানিবে। ৮২

সূর্য্যোদয় অবধি যত দণ্ড বেলায় প্রশ্ন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করতঃ তাহাকে তিন দ্বারা গুণ করিবে। পরে তাহার সহিত প্রশ্নকালীন তিথি বার ও যোগের সংখ্যা যোগ করিয়া লইবে। তৎপরে ঐ অঙ্ককে ১২ বার দ্বারা বিভাগ করিয়া জীবন মরণ অবগত হইবে। যদি ৩।৫।৬।৮।৯।১১ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ফল শুভ অর্থাৎ বাঁচিবে। যদি ১।২।৪।৭ ১০।০

---

* আশা ১০।

মিলনং ভাবি ন বা।

ঘটিকা ত্রিগুণা সৈকা সপ্তভিঃ সংযুতা পুনঃ।
চতুর্ভির্ভাজিতা তত্র শেষাঙ্কে ফলমাদিশেৎ ॥ ৮৬
একশেষে চ মিলনং দ্বিশেষে গমনান্তরে।
ত্রিশেষে দর্শনাভাবঃ সমুদ্রে (৪) ক্লেশকৃদ্ভবেৎ ॥ ৮৭

বা ১২ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ফল অশুভ অর্থাৎ বাঁচিবে না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবে। ৮৩—৮৪

বৃষ্টি হইবে কি? এরূপ প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নকালে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, ঠিক করতঃ তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া তিন দ্বারা ভাগ করিবে। পরে দেখিবে যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। যদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে বৃষ্টি হইবে এবং গ্রাম হইতে দূরে অতি বৃষ্টি হইতেছে জানিবে। জ্যোতির্বী এইস্থলেও নিজ বুদ্ধিবলে অনুভব করিয়া লইবেন যে যদি শূন্য বা তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টি হইবে না বলিয়া নিরূপণ করিবে। ৮৫

প্রশ্নকালে যত দণ্ড বেলা হইয়াছে, তাহাকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ করিবে এবং উহার সহিত পুনর্ব্বার সাত যোগ করিবে। পরে ঐ অঙ্ককে চারি দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাঁহা দ্বারা ফল বলিয়া দিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে মিলন হইবে। যদি দুই শেষ থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আসিলে মিলন হইবে। যদি তিন শেষ থাকে, তাহা হইলে দেখা হইবে না। যদি শূন্য বা চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ক্লেশজনক অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া জানিবে। ৮৬—৮৭

প্রশ্নকালীন তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ এই সমুদয়ের সংখ্যা একত্র

কুত্র কেন প্রকারেণ দর্শনম্।

তিথিবারর্ক্ষযোগানাং যোগো দ্বাভ্যাং হৃতস্ত্রিভিঃ।
যুক্তো দ্বাদশভির্ভাজ্যঃ শেষেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৮৮
হাস্যযুক্তঃ স্থিতো ভূম্যাং সুস্থাসনযুতো জনঃ।
তন্দুলাধূপচারৈশ্চ একশেষে তদা ভবেৎ ॥ ৮৯
ব্যায়ামেন যুতঃ স্বামী স্বল্পমানবসংযুতঃ।
উদ্বেগবার্ত্তা শ্রবণং দ্বিশেষে দর্শনং ফলম্ ॥ ৯০
কুপিতঃ স্বাসনস্থোঽপি তাড়নে বুদ্ধিসম্ভবঃ।
পশ্চাৎ কার্য্যপ্রসঙ্গেন গমনঞ্চ ত্রিশেষকে ॥ ৯১

যোগ করিয়া দুই দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাতে তিন যোগ করিবে। পরে ঐ অঙ্ককে বার (১২) দ্বারা বিভাগ করিয়া ভাগশেষ যাহা থাকিবে তাহাদ্বারা ফল বলিয়া দিবে। যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন অথবা তিনি শুভ আসনে সমাসীন হইয়া এক এক বার ভুঁড়িতে হাত বুলাইতেছেন। আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য উপচার ভোগ করিতেছেন। যদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভু অল্পসংখ্যক অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ব্যায়াম কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ সময় উদ্বেগজনক বার্ত্তা শ্রবণ হইবে। যদি তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে স্বামী নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও কুপিত আছেন এবং তাঁহার মনের ভাব এরূপ হইয়াছে যে, কাহাকে প্রহারও করিতে পারেন। পশ্চাৎ তিনি কার্য্য প্রসঙ্গে স্থানান্তরে গমন করিবেন। যদি চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শয়ন করিয়া আছেন। এক্ষণে উত্থিত হইয়া হস্ত মুখ ধৌত করিতেছেন। যদি

বেদশেষে চ সুপ্তঃ স্যাৎ জলেন করশুদ্ধতা।
পঞ্চশেষে সুষুপ্তঃ সন্ উত্থিতো ভোজনং ততঃ॥ ৯২
স্ত্রীভোগং ব্যবহারঞ্চ সপ্তশেষে বিনির্দ্দিশেৎ।
অষ্টশেষে যদা দৃষ্টির্ধর্ম্মকার্য্যেষু তৎপরঃ॥ ৯৩
দশমে রাজসম্মানং রুদ্রে ভোজনমেব চ।
দ্বাদশে দুঃখিতো জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীভোগং কর্ত্তুমিচ্ছতি॥ ৯৪

পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে উত্তম ভাবে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত আছেন, পশ্চাৎ উঠিয়া ভোজন করিবেন। যদি সাত অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে স্ত্রীসম্ভোগ (স্ত্রীর নিকট উপবেশন করিয়া সুখালাপ) করিতেছেন, পশ্চাৎ অন্যান্য ব্যবহার করিবেন। যদি আট অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। যদি নয় অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছেন। যদি দশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভু রাজসম্মান ভোগ করিতেছেন। যদি এগার অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভু ভোজন করিতেছেন। যদি শূন্য বা বার (১২) ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে প্রভু কিঞ্চিৎ দুঃখিত হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, তিনি স্ত্রীসম্ভোগ (স্ত্রীর নিকট গমন) করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব যিনি যখন প্রভুর সহিত বা অভিলষিত অন্য কাহারও সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন প্রশ্নের ফল অনুসারে সেই সময় সেই স্থানে গেলে দেখা হইবে ইহা যুক্তি অনুসারে স্থির করিয়া লইবেন। মনে করুন দুই অবশিষ্ট থাকায় প্রভু সামান্য অনুচরবর্গের সহিত ব্যায়াম করিতেছেন অতএব সে সময় ব্যায়ামক্ষেত্রে গেলে দেখা হইবে ইত্যাদি। ৮৮—৯৪

প্রশ্ন সময়ের তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগ এই সমুদয়ের সংখ্যাকে একত্র

কার্য্যস্য কালনির্ণয়ঃ।

তিথিবারর্ক্ষযোগস্তু ত্রিঘ্নঃ ষড়্ভির্যুতস্তথা।
অষ্টাভির্ভাজিতো ভাগং শেষাঙ্কে ফলমাদিশেৎ ॥ ৯৫
একেন পক্ষো দ্বিতীয়েন মাসঃ ঋতুস্ত্রিভিঃ স্যাদয়নং চতুর্ভিঃ।
দ্যুরাত্রমিষ্বা রসকৈশ্চ যামঃ সপ্তাষ্টকৈঃ স্যু র্ঘটিকাপলানি ॥ ৯৬
(১ পক্ষ ২ মাস ৩ ঋতু ৪ অয়ন ৫ দিবারাত্রি ৬ যাম ৭ ঘটিকা ৮ পলানি।)

করিবে। পরে ঐ একত্রিত অঙ্ককে তিন দিয়া গুণ করিয়া ছয় যোগ করিতে হইবে। শেষে ঐ সমষ্টি অঙ্ককে আট দ্বারা বিভাগ করিয়া ভাগশেষ দ্বারা ফল নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে এক পক্ষ পরে, দুই শেষ থাকিলে এক মাস পরে, তিন অবশিষ্ট থাকিলে দুই মাস পরে, চারি অবশিষ্ট থাকিলে ছয় মাস পরে, পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে এক দিন (দিবা রাত্রি) পরে, ছয় অবশেষ থাকিলে এক প্রহর পরে, সাত অবশেষ থাকিলে এক ঘটিকা পরে, আট অবশিষ্ট থাকিলে, কএক পল পরে কার্য্য সম্পন্ন হইবে ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবে। ৯৫—৯৬ *

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে নাম, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, প্রশ্নকালীন দণ্ড, মাত্রা, বর্ণাঙ্ক, বর্গাঙ্ক প্রভৃতি গ্রহণ করিবার নিয়ম ও দৃষ্টান্ত দিয়া সমস্ত বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, ৭৭ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৯৬ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মনে হওয়ায় দেওয়া হইল না। বিশেষতঃ পূর্ব্ব উদাহরণ দৃষ্টে অক্লেশেই প্রশ্নোত্তর করিয়া লইতে পারা যাইবে।

প্রকারান্তরম্।

অথানুভূতামবধিং ক্রিয়াং বক্ষ্যে সমাসতঃ।
জ্ঞায়তে কার্য্যকালোঽত্র বিজ্ঞাতব্যঃ প্রমাণতঃ॥ ৯৭
অব্ধি ৪ পঞ্চ ৫ রসা ৬ সপ্ত ৭ নাগ ৮
নন্দ ৯ দিশঃ ১০ শিবঃ ১১।
অবর্গাদ্যষ্টকে লেখ্যা গণয়েচ্চক্রতঃ সুধীঃ॥ ৯৮
প্রশ্নবর্ণাঙ্কমাত্রাঙ্কং বর্গমাত্রাঙ্কমাত্রকম্।
প্রশ্নবর্ণাঙ্কমাত্রাঙ্কমেকীকৃত্যাব্ধিভির্ভজেৎ॥ ৯৯

স্পষ্টমাহ।

প্রশ্নবর্ণস্থ স্বরব্যঞ্জনভেদেন ঋণিধনিচক্রবৎ অবর্গাদ্যষ্টবর্গ-চক্রতঃ অঙ্কং গৃহীত্বা পুনঃ প্রশ্নবর্ণস্থ স্বরব্যঞ্জনভেদেন যৎ তৎসংখ্যং

অধুনা পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত গণনার নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত নিয়মগুলিকে সংক্ষেপে এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি। এই স্থলে অর্থাৎ প্রশ্নগণনা বিষয়ে প্রথমে কার্য্যকালে নিরূপণ করিবে এবং প্রমাণানুসারেই সমস্ত জানিতে হইবে। অব্ধির সংখ্যা ৪, পঞ্চ ৫, রস ৬, সপ্ত ৭, নাগ ৮, নন্দ ৯, দিক্ ১০, শিব ১১। একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ এই অষ্টবর্গ করিবে। পরে প্রশ্নবর্ণের সংখ্যা ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রার সংখ্যা ঐ চক্রানুসারে গণনা করিয়া লইবে। শেষে প্রশ্নবর্ণ ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রাঙ্ক এই সমুদয় অঙ্ককে একত্রিত করিয়া অব্ধি অর্থাৎ ৪ দিয়া ভাগ করিবে। ৯৭—৯৯

গৃহীত্বা তত্তুভয়সংখ্যমেকীকৃত্য চতুর্ভির্হরেৎ শেষেণ দিনপক্ষমাস-হায়নাদিকং জ্ঞাতব্যং। (ক)

প্রশ্নবর্ণের স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে এবং ঋণি ধনি চক্রের ন্যায় অবর্গাদি অষ্টবর্গ চক্র হইতে অঙ্কের সংখ্যা গ্রহণ করতঃ পুনরায় প্রশ্নবর্ণের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ভেদে যাহা হইবে, সেই সংখ্যা গ্রহণ করিয়া উভয় সংখ্যা একত্র যোগ করতঃ সেই সংখ্যাকে চারি দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ অঙ্কের দ্বারা দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ প্রভৃতি জানিবে। (ক)

সহজবোধের নিমিত্ত অবর্গাদি অষ্টবর্গের চক্র দেওয়া গেল। যথা—

অবর্গ (১)	অবর্গ (১)	অবর্গ (১)	কবর্গ (২)	চবর্গ (৩)
অ (১)	ঊ (৬)	এ (১১)	ক (১)	চ (১)
আ (২)	ঋ (৭)	ঐ (১২)	খ (২)	ছ (২)
ই (৩)	ৠ (৮)	ও (১৩)	গ (৩)	জ (৩)
ঈ (৪)	ঌ (৯)	ঔ (১৪)	ঘ (৪)	ঝ (৪)
উ (৫)	ৡ (১০)	×	ঙ (৫)	ঞ (৫)
টবর্গ (৪)	**তবর্গ (৫)**	**পবর্গ (৬)**	**যবর্গ (৭)**	**শবর্গ (৮)**
ট (১)	ত (১)	প (১)	য (১)	শ (১)
ঠ (২)	থ (২)	ফ (২)	র (২)	ষ (২)
ড (৩)	দ (৩)	ব (৩)	ল (৩)	স (৩)
ঢ (৪)	ধ (৪)	ভ (৪)	ব (৪)	হ (৪)
ণ (৫)	ন (৫)	ম (৫)	× (০)	

যথা—একশেষে দিনং প্রোক্তং দ্বিশেষে পক্ষ ঈরিতঃ।
শেষত্রয়েণ মাসঃ স্যাৎ শূন্যশেষে তু হায়ণম্॥ ১০০

এবং যথা তথা বাচ্যা বিশেষস্তু বধের্বুধঃ।
যদা বিশেষো বক্তব্যস্তদৈবস্তু বিচারয়েৎ॥ ১০১

দিনে দৃষ্টে চ যল্লব্ধং মূলে যোজ্যংখবহ্নিভিঃ (৩০)।
বিভজেদ্দিবসা বাচ্যা শেষতুল্যাত্র সূরিভিঃ॥ ১০২

অবশিষ্ট অঙ্কের দ্বারা ফলাফল প্রকাশ করিতেছেন। যথা—পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গণনা করিয়া ভাগ করতঃ ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা হইলে দিন অর্থাৎ একদিনে ফল পাওয়া যাইবে। যদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তবে পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন ফললাভের কাল জানিবে। যদি শেষ অঙ্ক তিন থাকে, তাহা হইলে মাস অর্থাৎ ১ মাসে ফলোদয় হইবে। ৪ অর্থাৎ শূন্য শেষ থাকিলে হায়ণ (বৎসর) অর্থাৎ এক বর্ষ মধ্যে কার্য্য সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহা হয় একটা হইবে বলিয়া জানিবে। ১০০

এইরূপ যাহার যেরূপ ফল হয়, সেইভাবেই সমস্ত বিচার করিয়া বলিবে। বিশেষ ফল বলিতে হইলে স্থির ভাবে বিচার করিয়া ভাব বলিবে এবং যখন বিশেষ ভাবে বিচার করিবার আবশ্যক বোধ করিবে, তখন কথিত নিয়মানুসারেই বিচার করিয়া বলিবে—যাহাতে ফলের অন্যথা না হয়। ১০১

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গণনা করিয়া দিনাদি ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল রাশির (প্রথম কথিত সংখ্যা) সহিত ভাগফল (যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা) যোগ করিবে। পরে সমষ্টি যাহা হইবে, তাহাকে ৩০ দ্বারা ভাগ

লব্ধং মূলে পুনর্যোজ্যং ষষ্টিভির্বিভজেত্ততঃ।
শেষতুল্যাত্র ঘটিকা জ্ঞেয়া সূরিবিচক্ষণৈঃ ॥ ১০৩

করিলে ভাগশেষ যত সংখ্যক অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তত দিনেই ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। ১০২

উদাহরণ।

যথা একজন প্রশ্ন করিল "আমি কত দিনে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব?" তাহা হইলে দেখিতে হইবে প্রশ্নবর্ণের সংখ্যাদি কত? এখন অবর্গাদি অষ্টবর্গ চক্রে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ হিসাবে দেখিতেছি—আ ২+ম্৫ +ই ৩+ক্ ১+অ ১+ত ১+অ ১+দ্ ৩+ই ৩+ন্ ৫+এ ১১+এ১১ +ই ৩+ব্ ৩+ই ৩+প্ ১+অ ১+দ্ ৩+হ ৪+অ ১+ই ৩+ত ১ +এ ১১+উ ৫+দ্ ৩+ধ্ ৪+আ ২+র্২+অ ১+প্ ১+আ ২+ই৩ +ব্ ৩+অ ১=১০৮ হইল বর্গসংখ্যা। কেবলমাত্র স্বর ও ব্যঞ্জন হিসাবে মাত্রার সংখ্যা আ+ম্+ই+ক্+অ+ত্+অ+দ্+ই+ন্+এ+এ+ই +ব্+ই+প্+অ+দ্+হ+অ+ই+ত+এ+উ+দ্+ধ্+আ+র্+ অ+প্+আ+ই+ব্+অ=৩৪ হইল। এখন প্রশ্নবর্ণের মাত্রার বর্গ-সংখ্যা ১০৮ ও প্রশ্নবর্ণের মাত্রার সংখ্যা ৩৪ এই দুই সংখ্যাকে একত্র যোগ করিলে ১০৮+৩৪=১৪২ হইল। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ১৪২÷ ৪=৩৫ ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল; সুতরাং পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন মধ্যে ফল হইবে বুঝা গেল। কিন্তু ইহা হইতেও সূক্ষ্ম ফল জানিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত মূল রাশি ১৪২ এবং তাহার সহিত লব্ধ ফল ৩৫ যোগ করিলে ১৪২+৩৫ =১৭৭ হইল। ইহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ১৭৭÷৩০=৫ ভাগফল,

শুক্লকৃষ্ণক্রমেণৈব গণয়েৎ গুরুশুক্রতঃ।
পক্ষে শরেন্দুভি (১৫) র্ভাগং মাসে
দৃষ্টে সুরৈ (১২) র্ভজেৎ ॥ ১০৪
বর্ষে দৃষ্টে শতৈ (১০০) র্ভাগং শেষং পূর্ব্বোক্তমেব চ।
ইত্যাদি ক্রমতঃ শেষৈঃ ফলাদিকং স্ফুটং ভবেৎ ॥ ১০৫

অবশিষ্ট ২৭ রহিল। তাহা হইলে জানা গেল ২৭ দিন মধ্যে নিশ্চিতই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০২

পুনরায় দণ্ড হিসাবে জানিতে হইলেও পূর্ব্বক্রমে ৩০ দ্বারা ভাগলব্ধ যে ফল হইয়াছে, সেই ফলাঙ্ক পূর্ব্বোক্ত মূলরাশি ১৭৭ সঙ্গে যোগ করিবে, পরে তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিবে। শেষে ভাগ অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তত সংখ্যক ঘটিকা বা দণ্ড পরে ফল পাওয়া যাইবে। ১০৩

উদাহরণ।

পূর্ব্বোক্ত মূলরাশি ১৭৭, ভাগলব্ধ ফল ৫, সুতরাং ১৭৭+৫=১৮২। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ১৮২÷৬০=৩ ভাগফল, অবশিষ্ট ২ রহিল। তাহা হইলে দুই ঘটিকা পরে ফল পাওয়া যাইবে স্থির হইল। ১০৩

যেমন পূর্ব্বে শুক্লপক্ষ পরে কৃষ্ণপক্ষ সেইমত প্রথম বৃহস্পতি শেষ শুক্র এই ভাবে গণনা করিয়া ফল বলিবে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে মূল রাশি ও ফল লইয়া যথার্থ ফল বলিয়া দিবে। যদি পক্ষেই প্রথম ফল হয়, তবে মূল রাশিতে ফল যোগ করিয়া ১৫ দ্বারা ভাগ করিবে। মাস যদি ফল হয়, তাহা হইলে ১২ দ্বারা ভাগ করিবে। বর্ষ যদি ফল লাভের কারণ হয়, তবে ১০০ দ্বারা ভাগ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ হইলে কেবল ৩০ দ্বারা

তদা পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নীয়মূলসংখ্যায়াং দিনবোধকসংখ্যকং সংযোজ্য ত্রিংশতা হরণেন শেষসংখ্যকতুল্যং দিনং বাচ্যং। ষষ্টিভিঃ শেষেণ ঘটিকা বাচ্যা। পক্ষবোধকসংখ্যকং সংযোজ্য দ্বাভ্যাং পক্ষো বাচ্যঃ। পঞ্চদশভিস্তিথির্ব্বাচ্যা। মাসস্য সংখ্যাং সংযোজ্য দ্বাদশভির্ম্মাসো-বাচ্যঃ। বর্ষস্য শতৈর্ব্বর্ষং বাচ্যং। (খ)

ও ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে অভীষ্ট ফল লাভের সময় নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই প্রকারে ফল নিরূপণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ১০৪—১০৫

তাহা হইলে (পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ফল জানিতে হইলে পূর্ব্ব কথিত প্রশ্নের মূল সংখ্যাতে দিনবোধক সংখ্যা (অর্থাৎ যতদিনে ফল হইবে বলিয়া পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল তাহা যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ততদিনে ফল লাভ বলিবে অর্থাৎ তাহা দিন ফল। যদি ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া ফল বলিতে হয়, তাহা হইলে ভাগশেষ অঙ্ক সংখ্যা যত থাকিবে, তাহা দ্বারা ঘটিকা বা দণ্ড ফল প্রাপ্তির কাল বলিয়া জানিবে। এবং পক্ষবোধক সংখ্যা অর্থাৎ ২ সংখ্যা যোগ করিয়া ২ অবশিষ্ট থাকিলে পক্ষই সেই স্থলে ফল লাভের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কবিবে। পঞ্চদশ অর্থাৎ ১৫ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ফল তিথিই হইবে। সেইরূপ মাসের সংখ্যা যোগ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিলে সেই ভাগশেষ অঙ্কের দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা মাসেরই সংখ্যা জানিবে অর্থাৎ তত সংখ্যক মাসে ফল লাভ হইবে। যদি বর্ষ বিষয়ক সংখ্যা যোগ করিয়া ফল বলা হয়, তাহা হইলে ১০০ বর্ষ সেই স্থানে বলিয়া দিবে অর্থাৎ ১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ সংখ্যা দ্বারা তত বর্ষই ফল লাভের কাল নির্দ্দিষ্ট হইল বলিয়া জানিবে। (খ)

কার্য্যস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধিবিষয়ে ফলানি ।

লব্ধং মূলে পুনর্যোজ্যং ভজেচ্চ সপ্তভির্বুধঃ ।
শেষতুল্যা কার্য্যসিদ্ধির্বিজ্ঞেয়া বাত্র নিশ্চয়ম্ ॥ ১০৬

দিনজ্ঞাপকশেষলব্ধমূলযোজিতসপ্তহৃত-শেষপাপাপাপগ্রহবশাৎ সিদ্ধিরসিদ্ধির্জ্ঞাতব্যা । (গ)

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রশ্ন গণনা করিতে হইলে প্রশ্ন বর্ণ হিসাবে মূল রাশি স্থির করতঃ ভাগলব্ধ ফল মূল রাশিতে যোগ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বারা ১ রবি, ২ চন্দ্র, ৩ মঙ্গল, ৪ বুধ, ৫ বৃহস্পতি, ৬ শুক্র, ৭ শনি এই হিসাবে পাপগ্রহ ও শুভগ্রহবশতঃ কার্য্যসিদ্ধ কিম্বা অসিদ্ধ হইবে তাহা বলিয়া দিবে ইহাতে নিশ্চয়ই ফল স্থির হইবে । ১০৬

দিন ফলবোধক ভাগশেষ ও লব্ধ ফল এই দুইটি অঙ্কের মধ্যে মূল রাশিতে ফল সংখ্যা যোগ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহা দ্বারা পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ বশতঃ কার্য্য সিদ্ধ বা কার্য্য বিফল বলিয়া দিতে পারিবে । (গ)

উদাহরণ ।

যথা—পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে ৬০ দ্বারা ভাগ করায় অঙ্কে মূল রাশি ১৮২র সহিত ফল ৩ যোগ দিলে ১৮৫ হইল ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ১৮২ ÷ ৭ = ২৬ ভাগফল ও অবশিষ্ট ০ বা সাত থাকে, তাহা হইলে ৭ সংখ্যা শনি পাপগ্রহ সুতরাং ফল কার্য্য সিদ্ধ হইবে না জানিতে পারিবে । (গ)

শ্রীতঃ কালস্য বিজ্ঞানং ময়া সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতম্।
সাম্যেক্ষিতায় শিষ্যায় দেয়ং বৎসরবাসিনে॥ ১০৭
ব্রতেন পাল্যতে বাক্যং তেন সত্যং প্রবর্ত্ততে।
দানং শাস্ত্রস্যশ্রেয়োঽহতো বচনে শান্তিরস্তু মে॥ ১০৮

ইত্যষ্টোত্তরশত শ্লোকপূর্ণঃ লঘু প্রশ্নসার সংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

শিবমস্তু।

এইরূপে আমি শ্রীসূর্য্যদেবের অনুগ্রহে সম্যক্ প্রকারে সময়ের নিরূপণ করিয়া দিলাম। বিশেষ বিজ্ঞ এবং নিষ্ঠাবান সাম্যভাবাপন্ন ও পরীক্ষিত জ্যোতিষশাস্ত্রপারগামী ছাত্রকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিবে। যেহেতু তাদৃশ গুরুকার্য্যে রত শিক্ষিত শিষ্য কখনও গুরুর আজ্ঞা ব্যর্থ করিবে না—সততই পালন করিবে ইহা নিশ্চিতই সত্য। এই বিষয়ে বিশেষ আর কি বলিব। শাস্ত্রের উপদেশ দানই সর্ব্বদানের শ্রেষ্ঠ। অতএব আমি শাস্ত্রোপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন শ্রীসূর্য্যদেবের অনুগ্রহে আমার এই গ্রন্থরচন কার্য্যে শান্তি হউক। ১০৭—১০৮

অষ্টোত্তরশত শ্লোকপূর্ণ লঘু প্রশ্নসার সংগ্রহের উদাহরণ ও
যুক্তির সহিত বিশদরূপে অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

শিবমস্তু।